জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৫২ ● ১৫ জুলাই, ২০২৫ ● ৩০ আষাঢ় ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 52 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 15 JULY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ফিরছেন শুভাংশু

মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরছে অ্যাক্সিয়ম-৪। সোমবারই পৃথিবীর পথে পাড়ি দিয়েছেন শুভাংশু শুক্লা-সহ চার মহাকাশচারী। রাকেশ শর্মার প্রায় ৪০ বছর পর শুভাংশুর মহাকাশযাত্রা নিয়ে উত্তেজনা ছিল গোটা দেশেই

ঘূর্ণাবর্ত পরিণত নিম্নচাপে

ঘূর্ণাবর্ত আবার পরিণত হয়েছে নিম্নচাপে। দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে শুরু তুমুল বৃষ্টি। উত্তরেও জারি অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। কমবে তাপমাত্রা

রানিগঞ্জে শিল্পপার্ক, কোচ ফ্যাক্টরি টিটাগড়ের জমিতে

শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে দেখা যাবে চার সিংহশাবককে

বিজেপির বাংলা ও বাঙালি-বিদ্বেষ

কাল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজপথে অভিষেকও

প্রতিবেদন : বাংলা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বুধবার (১৬ জুলাই) নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মেগা প্রতিবাদ মিছিলে রাজপথে হাঁটবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষায় কথা বললেই, বাঙালি হলেই বাংলাদেশি বলে হেনস্তা করা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে পথে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। কলেজ স্ট্রিট থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত এই প্রতিবাদ মিছিলে ঝড় তুলবে তৃণমূল কংগ্রেস। নেত্রীর নির্দেশমতো কলকাতার এই মিছিলে থাকবেন হাওড়া, সল্টলেক, দমদম ও ভাঙড় অঞ্চলের দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। কলকাতা-সহ রাজ্য জুড়েও বেলা ২টো থেকে ৪টে পর্যন্ত চলবে প্রতিবাদ কর্মসূচি।

সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে, ওড়িশায় লাগাতার বাংলায় কথা বলা পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা করা হয়েছে। সকলকেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এঁদের উদ্ধার করা হয়েছে। এর তীব্র প্রতিবাদ করেই এবার রাজপথে তৃণমূল কংগ্রেস।

প্রতিবাদে শামিল হোন সকলে : মুখ্যমন্ত্রী

বাংলা বুকে টেনে নেয়, কেন বিদ্বেষ বিজেপি রাজ্যগুলিতে!

প্রতিবেদন : ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষদের হেনস্তার ঘটনা নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে ওই বৈঠকে এই ইস্যুতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই অন্যায় বরদাস্ত করা যায় না। মন্ত্রীদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট বার্তা—এবার রাস্তায় নামতে হবে। এলাকায় এলাকায় গড়ে তুলতে হবে প্রতিবাদ। তিনি আরও বলেন, এ-রাজ্যে ভিনরাজ্যের প্রায় দেড় কোটি মানুষ বাস করেন। এখানে তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। (এরপর ১০ পাতায়)

করমণ্ডল দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে দেওয়া হবে চাকরি

প্রতিবেদন : বালাসোরে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে আরও একবার দাঁড়াল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওই ঘটনায় মৃতদের ১৩ জন নিকটাত্মীয়ের জন্য হোমগার্ড পদে চাকরির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।

২০২৩ সালের ২ জুন ওড়িশার বালাসোরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের ৬২ জন যাত্রী প্রাণ হারান। রাজ্যের তরফে ইতিমধ্যেই অধিকাংশ মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা ও চাকরি দেওয়া হয়েছে। তবে পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে ১৩টি পরিবার সেই সময় সহায়তা থেকে বঞ্চিত ছিল। এদিনের সিদ্ধান্তে সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল। এই নিয়োগ 'বিশেষ সংস্থান' প্রকল্পের অধীনে করা হবে, যেখানে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের হোমগার্ড (হোম শেড ভলান্টিয়ার) হিসেবে কাজের সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। বালাসোর-সহ সাম্প্রতিক একাধিক রেল দুর্ঘটনায় কয়েকশো মানুষ মারা গিয়েছেন। নিখোঁজের সংখ্যা আরও বহু। কেন্দ্রীয় সরকার দায়সারা গোছের ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেই নিজেদের কাজ শেষ বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মানবিক দিক থেকে সবটা বিচার করে পরিবারগুলিকে ভেসে যাওয়া থেকে বাঁচানোর সবরকম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ—'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

প্রিয়

তাঁর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ
সে পূর্ণ মন সমর্পিতা।
সেই তো রিক্তা সন্ন্যাসিনী?
ও তো আমার চন্দ্রাভিমানী।
তার পদধ্বনিতে ধন্য ধূলি
ময়ূরের পেখমের মতো সে কপালী
চেহারার জৌলুসে রঙের আকাল
মুখবর্ণে কালির তুলি।

ক্ষুধিত ঘরের আঁধার রতন
প্রদীপের শিখায় মণিকাঞ্চন
উপেক্ষায় হাসে তরণী হিন্দোলা
সীমাহীন নিরুদ্দেশে দেয় সে দোলা।

সঙ্কেত-শঙ্কিতা সে চিরজীবী মেয়ে
অদৃষ্ট হাসে গগন ধেয়ে
নিশীথ রাতে অত্রি ছেয়ে
পথ চেয়ে থাকে দুঃখিনী মেয়ে।

মলিন বস্ত্রে সে অহঙ্কার শূন্য
শিশির প্রভাতে সে পবিত্র পুণ্য
প্রকৃতির আঁচলে সবুজ ছেয়ে
জানো? সে কে? আমার বড্ড প্রিয় মেয়ে।

এগিয়ে বাংলা, তথ্য দিয়ে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বাংলা উন্নয়নে দেশে মডেল। দেশকে পথ দেখায় বাংলাই। বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে সেরার সেরা স্বীকৃতি এসেছে কেন্দ্রের তরফে। এবার নীতি আয়োগ বাধ্য হয়েছে বাংলার সেই সাফল্য মেনে নিতে। নীতি আয়োগের সামারি রিপোর্টে উঠে এসেছে বেকারত্ব দূরীকরণ নিয়ে বাংলার প্রভূত সাফল্যের কথা। উঠে এসেছে স্বাস্থ্যখাতে বাংলার উন্নয়নের সাফল্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সাফল্যের কথা তুলে ধরে এক্সে বার্তা দিলেন। অভিনন্দন জানালেন এই সাফল্যের কারিগরদের। মুখ্যমন্ত্রী এক্সে লেখেন, (এরপর ১০ পাতায়)

শহিদ-শ্রদ্ধায় ওমরকে হেনস্তা, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাকে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হেনস্তার প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, শহিদদের কবরস্থানে যাওয়ার মধ্যে কোন ভুল রয়েছে? এই ঘটনাকে লজ্জাজনক ব্যাখ্যা করে তিনি আরও লেখেন, এটা শুধুমাত্র দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা নয়, একজন নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া। ওমর আবদুল্লার মতো একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সোমবার সকালে যা হয়েছে তা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। জঘন্য! লজ্জাজনক!

উল্লেখ্য, শহিদ দিবসের দিন গৃহবন্দি করে রাখার পরে সোমবার শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানানোর সময় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে আটকানোর চেষ্টা হয় জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাকে। (এরপর ১০ পাতায়)

দিল্লিতে নিপীড়ন : ধরনায় তৃণমূল

প্রতিবেদন : উচ্ছেদ নয়, চাই জল-আলো। বন্ধ করতে হবে বাঙালিদের হয়রানি। এই দাবিকে সামনে রেখেই দিল্লিতে আন্দোলনে নামল তৃণমূল। বিজেপি সরকারের হেনস্তার শিকার দিল্লির বসন্তকুঞ্জের জয় হিন্দ কলোনির বাংলাভাষীদের পক্ষে সরব হয়ে এবার একদিনের প্রতীকী ধরনা শুরু করল তৃণমূল। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সোমবার তৃণমূলের ৪ সাংসদ—দোলা সেন, সুখেন্দুশেখর রায়, সাগরিকা ঘোষ ও সাকেত গোখেল ধরনায় বসেছেন। সোমবার বিকেল ৩টে থেকে (এরপর ১০ পাতায়)

দিল্লির জয় হিন্দ বাঙালি কলোনিতে তৃণমূলের ধরনা কর্মসূচি। সোমবার।

নানা রকম

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৯০৪ আন্তন পাভলোভিচ চেখভ (১৮৬০-১৯০৪) প্রয়াত হন। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সেরা ছোটগল্পকার। শুরুতে নাট্যকার হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি পান থ্রি সিস্টার্স, দ্য সিগাল এবং দ্য চেরি অরচার্ড এই তিনটি নাটকের মাধ্যমে। ১৯০৪ সালের মে মাসের মধ্যেই চেখভ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্ষয়রোগ চরম অবস্থায় পৌঁছে যায়। ১৯০৮ সালে ওলগা তাঁর স্বামীর শেষ মুহূর্তগুলো নিয়ে লিখেছেন— ''খুব অদ্ভুতভাবে আন্তন শায়িত অবস্থা থেকে একেবারে সোজা হয়ে উঠে বসলেন এবং জার্মান ভাষায় (অথচ তিনি জার্মান ভাষা বলতে গেলে জানতেনই না) স্পষ্ট ও জোরগলায় বলে উঠলেন, 'আমি মারা যাচ্ছি।' ডাক্তার তাঁকে শান্ত করলেন। একটি সিরিঞ্জের সাহায্যে তাঁকে কর্পূরের ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করলেন এবং আদেশ দিলেন শ্যাম্পেন আনার জন্য। চেখভ একটি পুরো গ্লাস ভর্তি শ্যাম্পেন নিয়ে তা পরীক্ষা করলেন কিছুক্ষণ, মৃদু হেসে আমাকে বললেন, 'বহুদিন হল আমি শ্যাম্পেন পান করি না।' শ্যাম্পেন শেষ করে তিনি নীরবে শুয়ে পড়লেন এবং আমি শুধুমাত্র বিছানায় ঝুঁকে পড়ে তাঁর নাম ধরে ডাকার সময়টুকু পেলাম। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। একটি শিশুর মতো শান্ত হয়ে তিনি ঘুমাচ্ছেন।''

₹

২০১০ ভারতীয় টাকার প্রতীকচিহ্নটি ভারত সরকার সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে। আইআইটির প্রাক্তন ছাত্র ডি উদয় কুমার অঙ্কিত প্রতীকটি দেবনাগরী ''र'' ও রোমান বড় হাতের ''R'' অক্ষরদুটির সংমিশ্রণে সৃষ্ট। প্রতীকের উপরের অংশে দুটি সমান্তরাল রেখা জাতীয় পতাকার একটি রূপকল্প সৃষ্টি করেছে। এর ফলে মার্কিন ডলার, পাউন্ড স্টার্লিং, ইউরো, ইজরায়েলি নিউ শেকেল ও জাপানি ইয়েনের মতো ভারতীয় টাকাও নিজস্ব একটি প্রতীকচিহ্ন লাভ করে।

১৯২৫ বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম সুধীন্দ্রনাথ সরকার। বিশ শতকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি তাঁর নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ' সাড়া ফেলে বাংলা তথা ভারতের নাট্যজগতে। একের পর এক নাটক বেরিয়ে আসতে থাকে তাঁর কলম থেকে। জন্ম নিল নতুন ধারার থিয়েটারের। বাদল সরকার নাম দিলেন 'থার্ড থিয়েটার'।

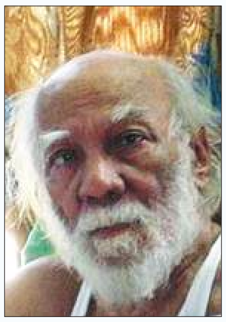

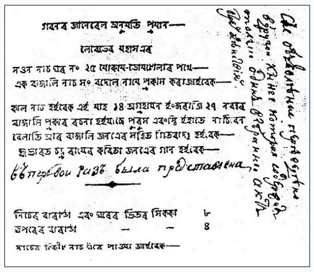
গবনর জানেরেল অনুমতি প্রমাণ—
লেবেডেভ যন্ত্রসঞ্চর
নওয়া নাচ ঘর নং ২৫ ডোমতোলার পথে—
এক বাঙ্গালি নাচ সং বদোল নামে প্রকাশ করা যাইবেক—
নিচের বারাণ্ডা এবং ঘরের ভিতর সিক্কা ৮
উপরের বারাণ্ডা — — ৪

১৮১৭ গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭) এদিন প্রয়াত হন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এসেছিলেন। প্রথম বাংলা নাটকের রচয়িতা ও পরিচালক গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ কলকাতায় 'দ্য বেঙ্গলি থিয়েটার' নামে একটি থিয়েটার গড়ে তোলেন। ২৫ নম্বর ডোমতলায় (এজরা স্ট্রিট) একটি বাড়িতে গড়ে উঠে এই থিয়েটার। দ্য ডিজগুয়িজ (The disguise)-এর অনুবাদে প্রথম অনূদিত বাংলা নাটকটির নাম 'সংবদল'। এটি ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর প্রথম প্রদর্শিত হয়। এই সময় বিশিষ্ট ইংরেজদের জন্য মূল্যবান আসনের দুটি থিয়েটার ছিল। লেবেদেফের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত ইংরেজগণ প্রত্যক্ষভাবে জোসেফ ব্যাটেল নামে সিন পেন্টার ও মি হে নামে এক রাজকর্মচারীর সাহায্যে লেবেদেফের থিয়েটারে আগুন লাগিয়ে নষ্ট করে দেয়।

১৮৭৮ রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ছিলেন। বেথুন স্কুলের জন্য জমি দান করেন এবং ডেভিড হেয়ারকে তাঁর সামাজিক কাজে সহায়তা করেন। বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের যুবতী বিধবা বসন্ত কুমারীকে রেজিস্ট্রেশন করে বিবাহ করেন। এই ঘটনা সমকালের কলকাতায় বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ১৮৫১ সালে লখনউয়ে একত্রে চলে এসেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বয়সে বড় তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লখনউয়ে ছিলেন।

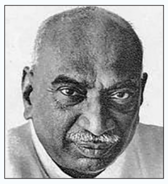

১৯০৩ কুমার স্বামী কামরাজ নাদার (১৯০৩-১৯৭৫) তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ভারতীয় রাজনীতির 'কিং মেকার' বলা হত। ভারতরত্ন সম্মানে সম্মানিত রাজনীতিক।

১৮২০ অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০- ১৮৮৬) জন্মগ্রহণ করেন। সাংবাদিক, প্রবন্ধকার এবং লেখক। বাংলা, সংস্কৃত এবং ফারসি-সহ বিভিন্ন ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল।

পার্টির কর্মসূচি

একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি, আড়শা থানার আড়শা কলেজে। ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রাজীবলোচন সরেন, সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো, আইএনটিটিইউসি সভাপতি উজ্জ্বল কুমার প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৪৩

■	■	■	১		২		৩
■	৪			■		■	
■	■	■		■		■	
৫				■	■	■	
	■	■	■	৬			
	■	৭	■		■	■	■
	■		■	৮			■
৯					■	■	■

পাশাপাশি : ১.সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র ৪. পাঠ, আবৃত্তি ৫. ধূমকেতু ৬. দোষ, ত্রুটি ৮. মধ্যস্থল ৯. বণিক, বড় ব্যবসায়ী।

উপর-নিচ : ১. টাটকা, অমলিন ২. অভাবী নারী ৩. বিবাহ ৫. গাজনের সন্ন্যাসীদের আগুন বা কাঁটার উপর লাফিয়ে পড়ার ব্রত ৬. নিকায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ৭. সীমা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৪২ : পাশাপাশি : ১. গম্ভীরা ৪. খাটমুণ্ডুর ৬. মাশুল ৭. তমালক ৯. তীরন্দাজ ১২. কারিতা ১৩. সরাইখানা ১৪. ইন্ধন। **উপর-নিচ:** ১. গন্ধমালতী ২. রাখাল ৩. অমুণ্ডিত ৫. রসাল ৮. করতাড়ন ১০. রভস ১১. জলইচ্ছে ১২. কানাই।

১৪ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮৫৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯০৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৪০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৪১৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৬.৮০	৮৫.৫৭
ইউরো	১০১.৮০	১০০.১০
পাউন্ড	১১৭.৬০	১১৫.৪৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

■ মিমি চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

15 July, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৫ জুলাই ২০২৫
মঙ্গলবার

সোনারপুরের স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। অভিযুক্ত স্কুলের টিচার ইনচার্জ জ্যোতির্ময় মণ্ডল। সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে

সবুজ বাঁচাও, সবুজ দেখাও

বিবেক জাগাতে নিজের কথা-সুরে গান মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : সবুজ বাঁচাও, সবুজ দেখাও/ সবুজের মাঝে, বিবেক জাগাও...

বনমহোৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়ে গান লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গানে গানে বার্তা দিলেন বনসৃজন ও পরিবেশরক্ষার। সোমবার, এক্স হ্যান্ডেলে নিজের লেখা ও সুর দেওয়া রূপঙ্কর বাগচীর গাওয়া গান পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী সবুজায়নের বার্তা দেন। তাঁর গানের পরতে পরতে সবুজের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। সবুজের অভিযানে নতুন যুগের বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে লেখেন, সুর করেন, গানও গান। বাংলা ও বাঙালির বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিয়মিত তিনি গান লেখেন। সেই গানে মুখরিত হয় দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে বড়দিন, বর্ষবরণ-সহ বিভিন্ন উৎসব। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের আগেও গান লেখেন তিনি। সেই গান বাজানো হয় মন্দির উদ্বোধনের দিন ও রথযাত্রায়। এবার বনমহোৎসবেও গান লিখলেন ও সুর দিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ও সুরে এবারের গানটি গেয়েছেন রূপঙ্কর। গানের কথা— সবুজ বাঁচাও, সবুজ দেখাও/ সবুজের মাঝে, বিবেক জাগাও/ সবুজ ধ্বংস কোরো না, সৃষ্টিকে উপড়ে দিও না/ ওরা তো বাঁচতে চায়, ওরাও তো হাসতে চায়। ওদের মুখে হাসি ফোটাও, নতুন যুগের আহ্বানে, নব প্রজন্মের প্রাণের টানে, নতুন চলেছে নতুনের সন্ধানে...। বনমহোৎসবের আঙ্গিকে সেই গানের ভিডিও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্যাপশনেও লেখেন এই গানের প্রথম দু'লাইন। এভাবেই সকলকে জানান বনমহোৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা। গানে গানে তিনি বুঝিয়ে দিলেন গাছ লাগানো ও পরিবেশরক্ষার উপযোগিতা।

টিটাগড়ে রেল কোচ নির্মাণের জন্য জমি দিল রাজ্য

রানিগঞ্জে হচ্ছে নতুন শিল্প পার্ক

প্রতিবেদন : রাজ্যে শিল্পায়নে আরও দু'টি বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জে নতুন শিল্পতালুক গড়ে তোলার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। অন্যদিকে হুগলির উত্তরপাড়ায় টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড-কে বন্দে ভারত ও মেট্রো রেলের কোচ নির্মাণের জন্য ৪০ একর জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্তও নিল রাজ্য। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই জোড়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

রানিগঞ্জের মঙ্গলপুর ও ভক্তারনগর মৌজায় মোট ২০৫.০১ একর জমি রাজ্যের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর হস্তান্তর করবে রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন নিগমকে। সেখানেই তৈরি হবে নয়া শিল্পতালুক। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে তার অনুমোদন

মিলেছে। এই শিল্প পার্ক তৈরির মাধ্যমে পশ্চিম বর্ধমানে নতুন করে শিল্প সম্ভাবনা তৈরি হবে। যেহেতু অঞ্চলটি রেল ও সড়ক যোগাযোগে সুবিধাজনক, তাই পরিকাঠামো গড়ে তোলায় বিশেষ সমস্যা হবে না। কর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনাও যথেষ্ট বলেই মনে করছে শিল্প দফতর।

এদিনের মন্ত্রিসভা বৈঠকেই রাজ্য সরকারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেডকে ৯৯ বছরের লিজে ১২৬.৬৩ কোটির বিনিময়ে ৪০ একর জমি দেওয়া হয়েছে। এই জমি কোতরং ও ভদ্রকালী মৌজায় অবস্থিত, যা টিআরএসএল-এর বর্তমান ৩৪ একর কারখানা লাগোয়া। এ-বিষয়ে রাজ্য ও রেলের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে ১২ জুলাই। জমি হস্তান্তরের ফলে উত্তরপাড়ায় কোচ নির্মাণ প্রকল্পে সম্প্রসারণের বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে। রানিগঞ্জ থেকে উত্তরপাড়া—রাজ্যের দুই প্রান্তে শিল্প সম্প্রসারণের এই ধারাবাহিক পরিকল্পনা রাজ্যের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে বড় দিশা দেখাবে।

বার্ধক্য-বিধবা-মান্য পেনশন এবার পুরকমিশনারের হাতে

প্রতিবেদন : বার্ধক্য, বিধবা ও মান্য পেনশন সংক্রান্ত পরিষেবা আরও দ্রুত ও নাগরিকবান্ধব করতে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। ওয়েস্ট বেঙ্গল ওল্ড-এজ পেনশন স্কিম ২০১০, ওয়েস্ট বেঙ্গল উইডো পেনশন স্কিম ২০১০ এবং মান্য পেনশন স্কিম ২০১৮-র নিয়মে সংশোধন এনে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনারকে আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও অনুমোদনের দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এতদিন এই ভাতা ও পেনশন সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিল সমাজকল্যাণ দফতরের অধীন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের হাতে। প্রস্তাবিত পরিবর্তন অনুমোদন পেলে এবার থেকে কলকাতা পুরসভার বাসিন্দারা আরও দ্রুততার সঙ্গে এই পরিষেবার সুবিধা পেতে পারেন। এই পরিবর্তনের ফলে আবেদনপত্রের প্রাথমিক যাচাই, নথিপত্র মূল্যায়ন এবং চূড়ান্ত অনুমোদন এক ছাতার তলায় এসে যাওয়ায় সময় ও প্রক্রিয়া— দুটোই হবে আরও স্বচ্ছ ও দ্রুত। নাগরিক পরিষেবার আরও ডিজিটাল ও স্থানীয়কেন্দ্রিক রূপ দেওয়ার দিকেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

কার্শিয়াং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কোর্স, ৭ অধ্যাপক পদ তৈরি

প্রতিবেদন : উচ্চশিক্ষায় উত্তরবঙ্গের ভূমিকা জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াংয়ে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাওহিল ক্যাম্পাসে চালু হতে চলেছে নতুন কোর্স। ইন্টার ডিসিপ্লিনারি ইন্টিগ্রেটেড মাস্টার্স প্রোগ্রাম ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নামে এই কোর্স চালুর পাশাপাশি সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সাতটি অধ্যাপক পদেরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ওই কোর্স পড়ানোর জন্য নিয়োগ হবে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, যা উত্তরবঙ্গের পড়ুয়াদের জন্য উচ্চশিক্ষার এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করছে শিক্ষা দফতর। এই সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাওহিল ক্যাম্পাসকে অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি, পাহাড়ি অঞ্চলে উন্নত উচ্চশিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার দিকেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি একাধিক নতুন কোর্স চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য। কার্শিয়াংয়ের এই সিদ্ধান্ত সেই দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষানীতি রূপায়ণেরই অংশ।

এসএসসি নিয়োগ, বাড়ল আবেদনের সময়সীমা

প্রতিবেদন : এসএসসিতে শিক্ষক নিয়োগের আবেদনের শেষ সময়সীমা বাড়ানো হল। আবেদনের শেষ দিন ছিল ১৪ জুলাই সোমবার পর্যন্ত। তবে সেই আবেদনের মেয়াদ আরও সাতদিন বাড়ানো হল। আরও সাতদিন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে বলে এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এসএসসি। গত ১৬ জুন থেকে এসএসসি পোর্টালের মাধ্যমে নিয়োগের আবেদন নেওয়া শুরু হয়। আবেদন বাড়ানোর ব্যাপারে এসএসসি'র এক সূত্র জানাচ্ছেন, ওবিসি সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে চারদিন পোর্টাল বন্ধ ছিল। সেই সময় অনেকেই আবেদন করতে পারেননি। এছাড়াও এসএসসি নিজেদের বেশ কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার কথাও শিক্ষা দফতরকে জানিয়েছে ইতিমধ্যেই। সবমিলিয়ে রাজ্যের শিক্ষিত যোগ্য ছেলেমেয়েরা যাতে নিয়োগের সুযোগ বেশি করে পায় তারজন্যই আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হচ্ছে।

অসুস্থ মন্ত্রী ভর্তি এসএসকেএমে

প্রতিবেদন : মন্ত্রিসভার বৈঠক চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী। তাঁর রক্তচাপ বেড়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডেকে পাঠানোর নির্দেশ দেন। নবান্নের চিকিৎসকরা দ্রুত এসে মন্ত্রীকে পরীক্ষা করেন ও উচ্চ রক্তচাপ কমানোর ওষুধ দেন। চিকিৎসকরা প্রাথমিক পরীক্ষা করার পর সিদ্ধান্ত নেন, তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হবে। হাসপাতালে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

বাংলা মাধ্যম রূপান্তরিত হল ইংরেজিতে

সংবাদদাতা, বারাসত: শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রায় লাটে তুলে দিয়েছিল বাম সরকার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় শিক্ষার চাকা গড়িয়েছে দ্রুত গতিতে। স্কুল-কলেজের সংখ্যা

যেমন বেড়েছে, তেমনই উন্নত হয়েছে শিক্ষার মান। প্রাথমিকে ইংরেজি শিক্ষা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার। সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাও যাতে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের অনুমোদনসাপেক্ষে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দুটি বিদ্যালয়ে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি, ইংরেজি মাধ্যমেও প্রাথমিক বিভাগে পঠনপাঠন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দমদম চক্রের অন্তর্গত দমদম প্রাচ্য বাণীমন্দির উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখা এবং কামারহাটি নতুন চক্রের অন্তর্গত বেলঘরিয়া যতীনদাস উচ্চ বালিকা বিদ্যামন্দিরের প্রাথমিক শাখা। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে বারাসত বীণাপাণি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পাল্লা জিএসএফপি বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
15 July, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লজ্জাজনক

গণতন্ত্রের পক্ষে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। কাশ্মীরে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তাঁকে শুধু যে আটকানোর চেষ্টা করা হয় তাই নয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর চলে ধস্তাধস্তি। অবাক করা বিষয়। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এধরনের ঘটনা বিরলতম। দেশে অন্য কাউকে সরব হতে দেখা যায়নি। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবাদী এবং কড়া ভাষায় এই ঘটনার জবাব দিয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন, শহিদদের শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যে অন্যায় কোথায়? তাঁদের কবরস্থানে যাওয়ার মধ্যে ভুল কোথায়? কেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সেখানে যেতে দেওয়া হবে না? এটা কোন ধরনের গণতন্ত্র? এটা কোন ধরনের স্বাধীনতা? বাস্তবত তাই। শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, যেকোনও সচেতন এবং মননশীল মানুষই বলবেন, লজ্জার ঘটনা, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। পৃথিবীর সামনে কাশ্মীরের কথা সবসময়ই উঠে আসে। তাদের কাছে কোন উদাহরণ তৈরি করল কেন্দ্রীয় বাহিনী? ওমর আবদুল্লা একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে কেন আটকানো হবে? এই কারণেই কি জম্মু-কাশ্মীরের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হাতে দেওয়া হয়নি? যারা পর্যটন এলাকায় জঙ্গি অনুপ্রবেশ আটকাতে পারে না, লাশ আর রক্তবন্যার মধ্যে মানুষকে চোখের জল ফেলতে হয়, তারা কি না আটকাচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে! এরা কংগ্রেসকে এমারজেন্সি নিয়ে খোঁটা দেয়। আসলে বিজেপি দেশে অলিখিত এমারজেন্সি চালাচ্ছে।

‘ডবল ইঞ্জিন’ ওড়িশায় নারী নিরাপত্তায় প্রশ্ন

আরও একটা দিন, আরও একজন নির্যাতিতা। বিজেপির শাসনে ফের একই ঘটনা। অথচ গেল না কোনও ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। পরিদর্শনের প্রয়োজন অনুভব করল না জাতীয় মহিলা কমিশন। কারণ, রাজ্যটির নাম পশ্চিমবঙ্গ নয়, ওড়িশা। সেখানে রয়েছে বিজেপি সরকার। বিএডের ছাত্রীকে দীর্ঘদিন ধরে কুপ্রস্তাব দিচ্ছিলেন কলেজের বিভাগীয় প্রধান। প্রস্তাবে রাজি না হলে দেওয়া হচ্ছিল কেরিয়ার নষ্ট করার হুমকিও। বিষয়টি নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ বা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি। মানসিক চাপ সামলাতে না পেরে কলেজের অধ্যক্ষের ঘরের সামনে গায়ে আগুন দিলেন ২০ বছরের ওই ছাত্রী। ওড়িশার বালেশ্বরের ফকিরমোহন কলেজের এই ঘটনায় ছাত্রীর শরীরের ৯৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। এইমস ভুবনেশ্বরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন আরও এক পড়ুয়া। ওই ছাত্রের দেহও ৭০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। ওই ছাত্রীকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে। ৮ জন চিকিৎসকের দল তাঁর উপর নজর রাখছে। ছাত্রীর শ্বাসনালি, কিডনি সহ বিভিন্ন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওই ছাত্রীর অভিযোগ নিয়ে প্রশাসন ও কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্বিকার মনোভাব আমরা দেখেছি। চাপের মুখে পড়ে মোহনচরণ মাঝির সরকার তড়িঘড়ি ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। অভিযুক্ত অধ্যাপককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাসপেন্ড করা হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষকেও। কিন্তু এই বিলম্বিত ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয় কেউই। সামগ্রিকভাবে বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। উঠবেই। মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির নীরবতা অত্যন্ত লজ্জাজনক তো বটেই। প্রধানমন্ত্রী মোদিও এই ঘটনার নিন্দা না করায় ফের প্রমাণ হয়ে গেল ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ স্লোগান আদতে প্রহসন। ‘জাতীয় বিপর্যয়’ এসব ঘটনা। ডবল ইঞ্জিন সরকার শব্দটি এখন নিষ্ঠুর রসিকতা। ইন্টিগ্রেটেড বিএড বিভাগের প্রধান সমীরকুমার সাহুর কুপ্রস্তাব ও হুমকির জেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন ওই তরুণী। তিনি একাধিকবার অধ্যক্ষ ও স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু সমীরের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। শনিবারও অধ্যক্ষ দিলীপকুমার ঘোষের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ওই ছাত্রী। তারপরই নিজের গায়ে আগুন দেন তিনি। ঘটনার সম্পূর্ণ দায় কলেজ কর্তৃপক্ষের। বালেশ্বরের বিজেপি সাংসদ প্রতাপচন্দ্র ষড়ঙ্গী নির্যাতিতাকে কথা দিয়েছিলেন, অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি পাঁচদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিয়ে বিষয়টির সমাধান করবে। কিন্তু পুলিশ কিংবা কলেজ কর্তৃপক্ষ কেউ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কেন? বিজেপি জবাব দিতে পারবে কি?

— সুদর্শন নন্দী, শ্রীরামপুর, হুগলি

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

হিন্দুত্ব নয়, সাংবিধানিক মূল্যবোধ এখন ‘খতরে মে’

ধর্মীয় বিদ্বেষ বিভাজনের চারা রোপণ চলছে দিকে দিকে। তাতে ক্ষুণ্ন হচ্ছে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ চারিত্রের মৌলিক গড়ন। এই দুষ্কর্মে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে ডবল ইঞ্জিন সরকারগুলো। লিখছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বরিষ্ঠ শিক্ষাবিদ **ড. শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়**

ভারতীয় সংবিধানের মূল আদর্শ ও মূল্যবোধ সংকটের মুখে। সম্প্রতি ভারতের মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন, ‘সমাজতান্ত্রিক’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দ দুটি প্রস্তাবনায় থাকা উচিত নয়। ইদানীং একটি রাজনৈতিক মহল থেকে বলা হচ্ছে, ৪২তম সংবিধান সংশোধন জরুরি অবস্থার মধ্যে গৃহীত হয়েছিল। জরুরি অবস্থার সময় সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলি ক্ষমতাহীন ছিল। কিন্তু সংবিধানের ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুসারে সংবিধান সংশোধন হয়েছিল। তাই সংবিধান সংশোধনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে এতদিন পর এই সমস্ত প্রশ্ন তোলা অবান্তর। উল্লিখিত সংশোধনের তিন বছর আগে ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ধর্মনিরপেক্ষতাকে ভারতীয় সংবিধানের মূল কাঠামোর অংশ ঘোষণা করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র সংসদীয় গণতন্ত্র, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতিকেও সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ ঘোষণা করা হয়েছিল। গত বছর সুপ্রিম কোর্টে তিনটি পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল—বক্তব্য একই, সংবিধান থেকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ কথাটি তুলে দেওয়ার আবেদন। ২০২৪-এর ২৫ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট তিনটি পিটিশনই খারিজ করে দেয়। মহামান্য শীর্ষকোর্ট বলে, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ। সংবিধানের ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুসারে, সংসদ সংবিধান সংশোধন করতে পারে। কিন্তু সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে না।

সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার সময় থেকেই আমাদের সংবিধানের অন্যতম আদর্শগত ভিত্তি হল ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধানে স্বীকৃত ছয়টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম হল ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার। সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিটি ব্যক্তির যে কোনও ধর্মে বিশ্বাস করার, ধর্মাচরণ করার ও নিজস্ব ধর্মমত প্রচার করার মৌলিক অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের নিজস্ব কোনও রাষ্ট্রধর্ম থাকবে না, যেমন পাকিস্তানের রয়েছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। কিন্তু ভারতবর্ষের কোনও রাষ্ট্রধর্ম নেই। কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে বৈষম্য করা হয় না এবং কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা দেখানো হয় না। এসব সত্ত্বেও ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ কথাটি যুক্ত করার পেছনে ভাবনা ছিল, এই আদর্শটিকে আরও বিশেষভাবে জোর দেওয়া, রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষায় এই আদর্শটির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে জনমানসে সচেতনতা সৃষ্টি করা। ঠিক তিন বছর আগে (১৯৭৩) সুপ্রিম কোর্ট বলেই দিয়েছিল, ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্গত। এই আইনি ব্যাখ্যাকে জনমানসে প্রতিফলিত করাই সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্য।

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতার পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্যে রাজতন্ত্র ও চার্চের মধ্যে কয়েকশত বছর ক্ষমতার লড়াই চলেছিল। রাজতন্ত্রের যুক্তি ছিল, রাজা রাষ্ট্র-সম্পর্কিত বিষয়ে শীর্ষ ক্ষমতার অধিকারী। চার্চ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে

সংবিধানে স্বীকৃত ছয়টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম হল ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার। সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিটি ব্যক্তির যে কোনও ধর্মে বিশ্বাস করার, ধর্মাচরণ করার ও নিজস্ব ধর্মমত প্রচার করার মৌলিক অধিকার রয়েছে।

(Spiritual) নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। অপরদিকে চার্চের বক্তব্য হল, ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে চার্চ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে এবং জাগতিক (Temporal) ব্যাপারে উভয় বিষয়েই শীর্ষে থাকবে। রাজা চার্চের অধীনে কাজ করবেন। রাজতন্ত্র ও চার্চের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। চিন্তাবিদরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ইতালির চিন্তাবিদ রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli) প্রথম স্পষ্টভাবে বললেন, রিলিজিয়ন ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়টি আলাদা। রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়টি রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন। আধ্যাত্মিক (Spiritual বা Religious) বিষয়টি চার্চের হাতে থাকবে। তখন থেকেই ইউরোপের রাষ্ট্রচিন্তায় ‘Secularism’ ধারণাটির উদ্ভব হল। ভারতবর্ষে এই পরিস্থিতির কখনও সৃষ্টি হয়নি। বরং ধর্মগুরুরা বা সন্ন্যাসীরা কোনওদিন রাষ্ট্রসংক্রান্ত বা রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। তাঁরা সকলের প্রণম্য ছিলেন। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ, সমস্ত ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা। কেউ নাস্তিক হতে পারেন, আবার যে কোনও ধর্মমতে বিশ্বাসী হতে পারেন। রাষ্ট্র মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করবে না। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সবচেয়ে ভালভাবে ও সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রদত্ত ভাষণে। বিবেকানন্দ বলছেন: ‘‘যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।’’ এটাই হল প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা।

দুঃখের কথা, পারস্পরিক সহনশীলতা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ কয়েক বছর ধরে নষ্ট হতে চলেছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে, অপপ্রচার চলছে। ‘ডবল ইঞ্জিন’ রাজ্যগুলিতে অকারণে বা তুচ্ছ কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হচ্ছে। বুলডোজার দিয়ে তাঁদের ঘর-বাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও মানা হচ্ছে না। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছে। গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হচ্ছে। ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধন শিথিল হচ্ছে। শ্রদ্ধেয় উপরাষ্ট্রপতির মতো একজন বিচক্ষণ, বিদগ্ধ ও আইন বিশারদ যদি এই ধরনের মন্তব্য করেন, তাহলে জনমানসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে এবং ভারতের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ বিষাক্ত হতে পারে, যেটা আদৌ কাম্য নয়।

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বজবজ ও নুঙ্গি স্টেশনের মধ্যে ১৩ নম্বর রেলগেটের কাছে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু নাবালকের। মৃতের নাম দেবাঞ্জন দত্ত। বয়স ১৫। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে মহেশতলা থানার পুলিশ।

বাণিজ্য-বান্ধব বাংলা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী গ্রামীণ শিল্পকে তুলে আনুন, বার্তা শশীর

প্রতিবেদন : একশো বছর ধরে বাংলার শিল্পক্ষেত্রে বটগাছের ভূমিকা নিয়েছে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। গত দেড় দশকে তৃণমূল সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহ পেয়ে বাংলার শিল্পকে আজও এগিয়ে নিয়ে চলেছে বিএনসিসিআই। সোমবার সংগঠনের ১৩৮তম বার্ষিক সাধারণসভায় রাজ্যের তরফে তাঁদের আরও সহযোগিতার বার্তা দিলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। একইসঙ্গে বাংলার শিল্পকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাওয়ায় আরও উদ্যোগী হওয়ার বার্তা দিলেন তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

এদিন কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে অনুষ্ঠিত বিএনসিসিআই-এর বার্ষিক সাধারণসভায় সংগঠনের তরফে বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যের সহযোগিতার ও শিল্পে উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরা হয়। রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রের বাতাবরণে পালাবদলের বার্তা দিয়ে মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, রাজ্য সরকারের কাজ নীতি ঘোষণা করা যা সহায়ক হিসাবে দাঁড়াবে ব্যবসা বাণিজ্য। রাজ্য সরাসরি ব্যবসার মধ্যে থাকবে না। সরকার বাণিজ্যকে উৎসাহ দেবে। এবং সেই উৎসাহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিচ্ছেন। অনেক কুৎসা শুনবেন। কিন্তু ২০১১-র চিত্র আপনাদের মতো প্রতিষ্ঠান ভাল বুঝবে। কী ছিল? জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নিজম। ফ্যাক্টরিগুলোতে তালা পড়া। অনেক বড় প্রতিষ্ঠান কীভাবে হেনস্থা হয়েছে। বনধ, কর্মবিরতি, ধর্মঘট ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগুলোকে বন্ধ করেছেন। সমস্যা থাকে। সেগুলো আপনারা যখন বলছেন সরাসরি গ্রিভান্স পোর্টালে দিচ্ছেন। আমরা সরাসরি কথা বলে চেষ্টা করছি সেগুলোকে জটিলতামুক্ত করতে।

■ শিল্পমন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজাকে সংবর্ধনা। আছেন দেবাশিস কুমার, কুণাল ঘোষ, অশোক বণিক প্রমুখ। সোমবার।

অন্যদিকে, সংগঠনের শতবর্ষের ইতিহাস মনে করিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, স্বদেশিয়ানা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিক থেকে ব্রিটিশ অর্থনীতিকে চ্যালেঞ্জ করার জমিটা আপনাদের এই বণিকসভার মাটি থেকেই তৈরি হয়েছিল। ফলে বিএনসিসিআই-এর ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতির একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, যা পরোক্ষভাবে সামগ্রিক স্বাধীনতা সংগ্রামকে উজ্জীবিত করেছে। পায়ের তলার জমি তৈরি করে দিয়েছে।

■ দক্ষিণ কলকাতার বাঘযতীন মোড়ে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা। বক্তা মেয়র ফিরহাদ হাকিম। রয়েছেন বিধায়ক মলয় মজুমদার-সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ। সোমবার।

■ বালির ১১ নং ওয়ার্ডে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা। বক্তা বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, মহিলা নেত্রী কল্যাণী ঘোষ প্রমুখ।

■ বারাসত ২ ব্লকের কীর্তিপুর ২ অঞ্চলে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় বক্তা হাড়োয়ার বিধায়ক রবিউল ইসলাম।

তদন্তে অসহযোগিতা নির্যাতিতার, ধর্ষণের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন

প্রতিবেদন : জোকার কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ম্যানেজমেন্ট পড়ুয়ার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ। হরিদেবপুর থানার পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রাহুল ওরফে পরমানন্দ জৈনকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার তদন্তে ৯ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দলও গঠন করেছে কলকাতা পুলিশ।

আইআইএম জোকা-কাণ্ড

একজন দ্বিতীয় বর্ষের ম্যানেজমেন্ট পড়ুয়ার কেন 'মনোবিদ' দরকার পড়ল কিংবা অভিযোগকারিণী সত্যিই পেশাদার 'মনোবিদ' কি না, সবদিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তারপরও আইআইএম জোকায় ধর্ষণ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না। পুলিশ সূত্রে খবর, জেরার মুখে ধৃত অভিযুক্ত সরাসরি স্বীকার না করলেও তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ও অসঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্যে তদন্তকারীরা অনেকটাই নিশ্চিত যে আইআইএম জোকার বয়েজ হস্টেলের ২৫১ নম্বর রুমে ওই তরুণীর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তাও ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে একাধিক অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে।

কারণ, ধর্ষণের অভিযোগ ওঠার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে হয়। অথচ পুলিশের তরফে বারবার যোগাযোগ করা হলেও শারীরিক পরীক্ষা করাতে রাজি হননি অভিযোগকারিণী। ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য ঘটনার সময়ের জামাকাপড়ও তদন্তকারীদের দেননি তিনি। এমনকী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গোপন জবানবন্দিতেও নারাজ নির্যাতিতা। তদন্তে অভিযোগকারিণীর অসহযোগিতা ও তাঁর বাবার বয়ানে ধর্ষণের সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে।

ডানকুনিতে যাত্রীবোঝাই বাস থামিয়ে তোলাবাজি বিজেপি বিধায়ক বিমানের

সংবাদদাতা, হুগলি : ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। তাঁর এই দাদাগিরির জন্য নাজেহাল হতে হল সাধারণ মানুষকে। এদিন ডানকুনিতে যাত্রীবাহী বাস দাঁড় করিয়ে রীতিমতো তোলা আদায়ের চেষ্টা করেন বিজেপি বিধায়ক।

এদিন ডানকুনির টি এন মুখার্জি রোডে গাড়ি থেকে বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষীরা বেরিয়ে রাস্তার মাঝখানে যাত্রীবোঝাই বাস আটকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা করেন। সাময়িক যানজট সৃষ্টি হয় রাস্তায়। বাস কন্ডাক্টরের দাবি, প্রায় ১৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ চায় বিধায়কের গাড়ি চালক।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার বিকেলে কলকাতা থেকে পুরশুড়া ফেরার পথে বিধায়কের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে একটি বাসের। বিধায়কের বাড়ির একটু অংশ চটে যায়। তাতেই মেজাজ হারিয়ে বাস দাঁড় করিয়ে বাসের কন্ডাক্টরের থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করে বিধায়কের দেহরক্ষী ও গাড়ির ড্রাইভার।

এই বিষয়ে রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শুভদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, বিজেপির বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর থেকে শিক্ষা নিয়ে তোলাবাজি করতে নেমেছেন রাস্তায়। পুরশুড়ার এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে তোলাবাজির অভিযোগ নেই বিধায়কের বিরুদ্ধে। তিনি ইচ্ছে করে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে তোলাবাজি করছেন।

আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন লাভলি

প্রতিবেদন : নারীবিদ্বেষী দল বিজেপি রাজনৈতিকভাবে কূল না পেয়ে এখন ব্যক্তিগত আক্রমণে নেমেছে। বিজেপির হাফ মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে এবার আইনি ব্যবস্থা নিতে চলেছেন সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্র। বিধায়কের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সুকান্ত। কিন্তু সেগুলো যে একেবারেই অমূলক তা এদিন তথ্য-সহ সংবাদমাধ্যমের কাছে তুলে ধরেন তিনি। বিধায়কের স্পষ্ট কথা, রাজনৈতিকভাবে না পেরেই নারীবিদ্বেষী দল বিজেপি ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করছে। বিভিন্ন জায়গায় তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে দেওয়া তথ্যকে কারচুপি বলে অভিযোগ করেছেন সুকান্ত। এবার এইসব অভিযোগেরই সপাটে উত্তর দিলেন তৃণমূল বিধায়ক। তিনি বলেন, নির্বাচনী হলফনামায় আমি যে তথ্য দিয়েছি, সেটাই আমার আসল শিক্ষাগত যোগ্যতা। এরপরেই তিনি বিজেপির এই হাফ মন্ত্রীকে এক হাত নিয়ে বলেন, এমন একজন অপদার্থকে কেন্দ্রীয় সরকার তার শিক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রী করেছে, যিনি শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। যেভাবে তিনি পাবলিক ফোরামে এসে একজন মহিলা বিধায়কের নামে কিছু না জেনে বদনাম করলেন তার জন্য আমি ওঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।

চার্জগঠন

প্রতিবেদন : আরজি করে আর্থিক অনিয়মের মামলায় চার্জগঠন। সোমবার সন্দীপ ঘোষ-সহ পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে চার্জগঠন হল। দুর্নীতি দমন আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। সাক্ষ্যগ্রহণের মাধ্যমে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হবে ২২ জুলাই থেকে।

প্রাথমিক মামলা

প্রতিবেদন : প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষক নিয়োগের মামলার সোমবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয়। এদিন আবেদনকারীদের বক্তব্য শোনেন বিচারপতি। ১৮ জুলাই রাজ্যের বক্তব্য শুনবে ডিভিশন বেঞ্চ।

একুশের প্রস্তুতিসভায় যোগদান

■ কুলতলিতে তৃণমূলে যোগদান। কর্মীদের সঙ্গে বিধায়ক শওকত মোল্লা।

সংবাদদাতা, কুলতলি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধীদের ভিত আরও নড়ে গেল। প্রায় দেড় হাজার মানুষ এদিন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন কুলতলি বিধানসভার জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের চুপড়িঝাড়া অঞ্চলে। এদিন ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভাতেই এই বিপুল সংখ্যক মানুষ যোগদান করেন। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শওকত মোল্লা বলেন, এসইউসিআই, সিপিআইএম এবং ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে দেড় হাজার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে নেয় মঞ্চে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, স্থানীয় বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক প্রমুখ। সিপিএম চুপড়িঝাড়া অঞ্চল কনভেনর আনিস গায়েন, অমর হালদার, এসইউসিআই কমিউনিস্ট দলের চুপড়িঝাড়া আঞ্চলিক নেতৃত্ব দয়াল প্রধান, ভারতীয় জনতা পার্টি ভুবনখালি থেকে ফটিক মিস্ত্রিও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কুলপির ঢলাতে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার

রাজ্য জুড়ে একুশে জুলাই ‘ধর্মতলা চলো’র সমর্থনে চলছে জোরকদমে প্রচার

■ বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার সাউথ গড়িয়া অঞ্চলে প্রস্তুতিসভায় উপস্থিত ছিলেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি শক্তিপদ মণ্ডল-সহ অন্যরা।

■ একুশে জুলাইয়ের প্রচারে হাওড়ার শিবপুরে সোমবার দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেওয়াল লিখলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি।

■ মধ্য কলকাতায় একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় বিধায়ক ও ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার, প্রিয়াঙ্কা সাহা-সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

সামুদ্রিক পণ্য রফতানিতে নতুন মাইল ফলক ছুঁয়ে ফেলল রাজ্য

প্রতিবেদন : সামুদ্রিক পণ্য রফতানিতে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে নতুন উচ্চতা ছুঁয়ে ফেলল বাংলা। এই সময় রাজ্য থেকে মোট প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার মেট্রিক টন সামুদ্রিক পণ্য রফতানি করা হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৩৩৩ কোটি টাকার বেশি। এই খাতে ব্যবসায়ীদের আয় বেড়েছে আগের অর্থবর্ষের তুলনায় ৪ শতাংশেরও বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্য ১ লক্ষ ৩২ হাজার মেট্রিক টনের বেশি সামুদ্রিক পণ্য রফতানি করে আয় হয়েছিল ৪ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা। মেরিন প্রোডাক্টস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সূত্রে এ-খবর জানা গেছে। রাজ্যের সামুদ্রিক রফতানিতে চিংড়ি প্রধান হলেও, অন্যান্য প্রজাতির চিংড়ি, পমফ্রেট, অক্টোপাস ও অন্যান্য সামুদ্রিক মাছও রফতানির তালিকায় রয়েছে। রফতানির গন্তব্য হিসেবে জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অন্যতম।

দেশের সামগ্রিক সামুদ্রিক রফতানির প্রায় ১২ শতাংশ আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এর মধ্যে ৭০ শতাংশই চিংড়িজাত পণ্য, যা মূলত উৎপন্ন হয় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। রাজ্যে উৎপাদিত চিংড়ির মধ্যে ৮০–৮৫ শতাংশ রফতানি হয় এবং বাকি ১৫ শতাংশ দেশীয় বাজারে ব্যবহৃত হয়। দেশজুড়ে মোট রফতানি হওয়া চিংড়ির ৮০ শতাংশ আসে জলচাষ বা অ্যাকোয়াকালচারের মাধ্যমে, বাকি ২০ শতাংশ ধরা হয় সমুদ্র থেকে। আমেরিকা যেমন ভারতের অন্যতম প্রধান চিংড়ি আমদানিকারক, তেমনই এটি সবচেয়ে বেশি দাম প্রদানকারী বাজারগুলির একটি। এই অবস্থায় রাজ্য-সহ উপকূলবর্তী রাজ্যগুলি চায়, সমুদ্র থেকে ধরা বড় চিংড়ির রফতানি যাতে আবার শুরু করা যায়, তার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা শিথিলের চেষ্টা চলছে। এমপিইডিএ-র এক আধিকারিকের মতে, এই বিধিনিষেধ উঠলে দেশের সামুদ্রিক রফতানি আয় কমপক্ষে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মামলার শুনানি শেষ স্থগিত রায়দান

প্রতিবেদন : কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে শুনানি শেষ হয়েছে। বিচারপতি সৌমেন সেন ও স্মিতা দাস দে সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর রায়দান স্থগিত রেখেছেন। সোমবার, এই মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, সুপ্রিম কোর্ট শূন্যপদ পূরণের নির্দেশ দিলেও ২০১৬ সালের বিধি মানার কথা বলেনি। এসএসসি নতুন বিধি

এসএসসি

মেনেই নিয়োগ শুরু করেছে।

এসএসসির তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, হাই কোর্ট শুধু নিয়োগ করতে বলেছে, কোন বিধি মেনে হবে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তিনি আরও বলেন, ৯ বছর ধরে অপেক্ষার পর নতুন প্রার্থীদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাচ্ছেন। মামলার আবেদনকারীদের কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, আপনার যদি যোগ্যতা থাকে কেন মামলা করছেন? নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিন। উত্তীর্ণ হয়ে চাকরি করুন। আসল সমস্যা ১৫০০ দিন ধরে ময়দানে বসে ছিলেন। এখন এটা চাই, ওটা চাই বলছেন। অন্যদিকে, মামলাকারীদের আইনজীবীরা অভিযোগ করেন, যোগ্যতামানে পরিবর্তন করে কমিশন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে রায়দান স্থগিত রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ।

ভাঙড়ে তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত আরও তিন

প্রতিবেদন : ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা রাজ্জাক খাঁকে খুনের ঘটনায় এবার পুলিশের জালে আরও তিন। মূল অভিযুক্ত মোফাজ্জল মোল্লাকে জেরায় খুনের নেপথ্যে জড়িত আরও তিনজনের খোঁজ পায় লালবাজারের বিশেষ তদন্তকারী দল। রবিবার রাতের মধ্যেই বিজয়গঞ্জ বাজার ও চক মরিচা এলাকা থেকে জাহান আলি খান, আজহারুদ্দিন মোল্লা ও রাজু মোল্লা নামে আরও তিন যুবককে গ্রেফতার করে কাশীপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের সোমবার বারুইপুর আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে বিএনএস-এর ধারা ১০৩ এবং ২৫/২৫ অস্ত্র আইনের ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা-খুনের প্রতিবাদে ভাঙড়ে মিছিলের ডাক দিয়েছেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। গত বৃহস্পতিবার চালতাবেড়িয়ার তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি রাজ্জাক খাঁকে খুনের তীব্র প্রতিবাদ করেছে তৃণমূল। দলের সাফ বক্তব্য, পুলিশি তদন্তে যারা অভিযুক্ত হবে, তাদের গ্রেফতার করবে পুলিশ। তদন্তে হস্তক্ষেপ করবে না দল। পুলিশি তদন্তে আস্থা প্রকাশ করেছেন বিধায়কও।

■ অশোকনগর বিধানসভা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় বক্তা জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী।

■ ডায়মন্ড হারবার পুরসভার টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ৫ নং ওয়ার্ডে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা। রয়েছেন টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন তরফদার-সহ অন্যরা।

অভিযান নয় অরাজকতা

প্রতিবেদন : নবান্ন অভিযানের নামে চূড়ান্ত অরাজকতা এসএসসি প্রার্থীদের। পুলিশ ব্যারিকেড না ভাঙার জন্য বারবার আবেদন করলেও উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলনকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করে। বচসা হয় পুলিশের সঙ্গেও।

বৃহস্পতিবার শুনানি

প্রতিবেদন : জিটিএ নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয় সোমবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে। এদিন আবেদনকারীদের বক্তব্য শোনেন বিচারপতি। মামলার পরবর্তী শুনানি বৃহস্পতিবার। ওই দিন রাজ্যের বক্তব্য শুনবে একক বেঞ্চ।

হাইকোর্টে একসঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের মামলার শুনানি

প্রতিবেদন : ওড়িশা ও দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের আটকে রাখার অভিযোগে দায়ের হওয়া দুটি পৃথক মামলার একসঙ্গে শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টে আগামী বুধবার। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ওড়িশা সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ৫৪৮ জন পরিযায়ী শ্রমিক বেআইনিভাবে আটক রয়েছেন ওড়িশায়। তাঁদের অধিকাংশ মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের বাসিন্দা। আদালত জানতে চেয়েছে, আটক হওয়ার কারণ, কোনও এফআইআর হয়েছে কি না, বর্তমানে তাঁরা কোথায় রয়েছেন ও তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ওড়িশার মুখ্যসচিবের কাছ থেকে এই তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অন্যদিকে, দিল্লিতে বীরভূমের পাইকরের ছ’জন শ্রমিককে ‘পুশব্যাক’-এর অভিযোগে আর একটি হেবিয়াস কর্পাস মামলা হয়। তাঁদের সঙ্গেও তাঁদের পরিবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এই বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার। আদালত জানিয়েছে, এই দুটি মামলার একসঙ্গে শুনানি হবে বুধবার।

ভিন রাজ্যে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক টাওয়ারে চড়ানোর ফলে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। ভিন রাজ্য থেকে দেহ গ্রামে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন পরিবার

বন্যপ্রাণী উদ্ধার, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজে বিশেষ স্বীকৃতি

সেরার শিরোপা পেল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বন্যপ্রাণী উদ্ধার, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজে বিশেষ স্বীকৃতি পেল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প। সোমবার ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত রাজ্য পর্যায়ের বনমহোৎসব ২০২৫ উদযাপনে মাননীয় মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বক্সার বনাধিকারিকদের হাতে তুলে দেন সেরা বন্যপ্রাণী উদ্ধার পুরস্কার। ২০২৫-এ বন্যপ্রাণীদের চিকিৎসক দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন ডাঃ লিটন পাল। তিনিও উপস্থিত ছিলেন। এদিন তাঁর কাজেও প্রশংসা করা হয়। ব্যাঘ্র প্রকল্পের এই স্বীকৃতির খবর জানিয়েছেন, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র উপ অধিকর্তা হরিকৃষ্ণন পি জে। উল্লেখ্য, বৈচিত্রে ভরপুর বক্সার জঙ্গলে রয়েছে বহু ধরনের বন্যপ্রাণী। আর এই সমস্ত বন্যপ্রাণী বিশাল বক্সার জঙ্গল লাগোয়া লোকালয়ে খাবারের খোঁজে হামেশাই হানা দেয়। বেশিরভাগ সময়ে নিজেরা জঙ্গলে ফিরে গেলেও অনেকসময় নানা কারণে গ্রামে আটকে পড়ে কোনও কোনও বন্যপ্রাণী। এছাড়াও জঙ্গলে পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীতেও বর্ষার সময় ভেসে যায় হরিণ ও হস্তীশাবক। আর অনেক সময় খাঁচা পেতেও আটক করা হয় বেয়াড়া চিতাবাঘকে। এই সমস্ত বন্যপ্রাণীদের উদ্ধার করতে সে সময় ময়দানে নামতে হয় বনকর্মীদের। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাইসন, ভালুক-সহ কিছু প্রাণীকে ট্রাঙ্কুলাইজ করে উদ্ধার করতে হয় লোকালয় থেকে। এরপর সেটিকে সুস্থ করে তুলতে হয় বন দফতরের পশু চিকিৎসকদের।

■ ঝাড়গ্রামে ডাঃ লিটন পাল ও বক্সার বনাধিকারিকদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। সোমবার।

তৃণমূলে ১৫০

■ বিজেপিতে ধস অব্যাহত। প্রতিদিন তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিজেপি শিবির। শক্ত হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত। সোমবার জলপাইগুড়ির পানিকৌড়ি ও মগরাডাঙ্গী বুথের ১৫০ জন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে দল ছাড়েন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। ওই দলে থেকে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না বলেও জানান তাঁরা।

ঝড়ে লন্ডভন্ড

■ ঝড়ে লন্ডভন্ড নকশালবাড়ি। ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়িঘর। দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন। রবিবার গভীর রাতে দমকা হাওয়ায় গাছ ভেঙে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি বাড়ি। গাছের নিচে চাপা পড়েন অর্চনা বর্মন নামে এক মহিলা। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঝড়ের কবলে উপড়ে গেছে ২৫টিরও বেশি গাছ বলে জানা গিয়েছে। সোমবার ভোররাতে শহর শিলিগুড়ি সংলগ্ন একাধিক এলাকায় ব্যাপক ঝড়বৃষ্টির কবলে লন্ডভন্ড নকশালবাড়ির শান্তিনগর এলাকা।

সবুজ বাঁচাও

■ সোমবার শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে আয়োজিত হল বনমহোৎসব। সবুজ বাঁচানোর বার্তা দিয়ে বৃক্ষরোপণ করে উৎসবের সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, এসজেডিএর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, আইএফএস প্রধান মুখ্য বনপাল (রিসার্চ মনিটরিং ডেভেলপমেন্ট অফিসার) বন দফতর ড. কণা তালুকদার, রাজেশ যাদব, প্রধান মুখ্য বনপাল বেঙ্গল সাফারির কর্তৃপক্ষ, মহকুমা শাসক অবধ সিংহল সহ উচ্চপদস্থ বন আধিকারিকেরা। গোটা শহরজুড়ে সবুজের বার্তাবহনকারী একটি ট্যাবলোর উদ্বোধন হয় এদিন। মেয়র বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সবুজ রাজ্য গড়তে রাজ্যজুড়ে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। রোপণ করা হয় প্রচুর গাছ। শুধু বৃক্ষরোপণই নয়, সারাবছর এই গাছগুলির যত্ন করা হয়।

তৃণমূলের প্রতিবাদের চাপে হরিয়ানার পুলিশ মুক্তি দিল কোচবিহারের যুবককে

বাংলা বলার অপরাধে আটক

■ জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করলেন পার্থপ্রতিম রায় ও সিরোজ আলমের পরিবার।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বাংলা বলার অপরাধে হরিয়ানার পুলিশের হাতে আটক। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদের চাপে পড়ে কোচবিহারের যুবককে মুক্তি দিতে বাধ্য হল হরিয়ানার পুলিশ। কোচবিহার ১ ব্লকের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বড়বালাসীর বাসিন্দা সিরোজ আলম মিয়া গুরগাঁওয়ের একটি হোটেলে কাজ করতেন। অভিযোগ, তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে হরিয়ানার পুলিশ। এই খবর পাওয়ামাত্রই তীব্র প্রতিবাদ জানায় তৃণমূল কংগ্রেস। প্রশ্ন তোলে, কেন বাংলা বলার অপরাধে বিজেপি-শাসিত রাজ্যে আটক হতে হবে? তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ ও দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় ও কর্মীরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করে হোটেল কর্মী ওই যুবককে দ্রুত মুক্তির দাবি জানান। পার্থপ্রতিম রায় বলেন, কোচবিহার জেলা প্রশাসন-সহ আমাদের সকলের উদ্যোগে সিরোজ আলম মিয়া হরিয়ানা পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ইতিমধ্যে ফোনে সিরোজের সঙ্গে কথা বলেছি। সবাই পাশে আছে জেনে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, সিরোজ আলমকে যেভাবে বিজেপি-শাসিত হরিয়ানা পুলিশ হয়রানি করেছে তা বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষের আরেকটি উদাহরণ। অভিযোগ, বিজেপি-শাসিত রাজ্য হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে কোচবিহার ১ ব্লকের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বড়বালাসীর বাসিন্দা সিরোজ আলম মিয়াকে বাংলাদেশি বলে পুলিশ আটক করে। এই অভিযোগ সামনে আসতেই সোমবার কোচবিহার জেলাশাসক দফতরে জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করেন সিরোজ আলমের বাবা, ভাই ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, এর আগে দিনহাটায় সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা দিল্লিতে দিনমজুরের কাজে গেলে পুলিশের হাতে আটক হয়েছিলেন। তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করেছিল পুলিশ। তাঁরা আপাতত ফিরেছেন। তৃণমূলের দাবি, বাংলার শ্রমিকরা বিজেপি-শাসিত রাজ্যে কাজ করতে গেলে তাঁদের আটক করে হয়রানি করা হচ্ছে।

ডেঙ্গি মোকাবিলায় একাধিক উদ্যোগ

■ এলাকায় স্প্রে করা হচ্ছে।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ডেঙ্গি মোকাবিলায় একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। জলপাইগুড়ির ডেঙ্গিপ্রবণ এলাকাগুলিতে জোরকদমে চলছে সচেতনতার প্রচার। নেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থা। এলাকার আনাচে-কানাচে স্প্রে করা হচ্ছে। নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি, বানারহাট, মেটেলি, মালবাজার ও ময়নাগুড়ি ব্লকে একাধিক ডেঙ্গি আক্রান্তের খবর মিলতেই ওই এলাকাগুলিতে বিশেষভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আক্রান্তদের দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকা, বিশেষ করে চা-বাগান লাগোয়া ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ও বস্তিগুলিতে আলাদা নজর দেওয়া হচ্ছে। এদিকে মশাবাহিত এই রোগের সংক্রমণ রুখতে জেলা জুড়ে পুরসভা, পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্য দফতরের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে বিশেষ টিম। এই টিম প্রতিটি এলাকায় গিয়ে জমে থাকা জল, ময়লা ও সম্ভাব্য মশার প্রজননস্থল চিহ্নিত করে সেখানে ব্লিচিং পাউডার ও কীটনাশক স্প্রে করছে।

পুজোর আগেই দর্শকদের দেখা দেবে সাফারির ৪ সিংহশাবক

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: নাম রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল সাফারি পার্কের সিংহী তনয়া ফের মা হয়েছে। সব মিলিয়ে চারটি সিংহশাবক জন্মদিয়েছে সিংহী তনয়া। শাবকদের আপাতত নিভৃতাবাসে রয়েছে মা। তবে সোমবার বেঙ্গল সাফারির বনমহোৎসব অনুষ্ঠানে শোনা গেল পর্যটকদের জন্য খুশির খবর। পুজোর আগেই দর্শকদের দেখা দেবে সাফারির ৪ সিংহ শাবক। এদিন শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে আয়োজিত বনমহোৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেন মেয়র গৌতম দেব। তিনিই সিংহের জন্মের খবর দিয়ে জানান, বর্তমানে শাবক-সহ তার মা তনয়া নিভৃতাবাসে রয়েছে। পুজোর আগে তাদের দেখা মিলবে বলে জানান।

এছাড়াও বেঙ্গল সাফারি পার্কে দুটি জিরাফ ও দুটো বন্য কুকুর ও নতুন বাঘের জন্ম হয়েছে। বাঘগুলিকে আলিপুরে পাঠানো হয়েছে বলে জানান পার্ক কর্তৃপক্ষ। বহুদিন আগেই সিংহ দম্পতি চারটি নতুন সিংহশাবকের জন্ম দেয়। তারপর থেকেই তাদেরকে মানুষের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার আগে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল তবে সিংহশাবকদের কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ড প্রায় শেষের মুখে পুজোর আগেই পর্যটকদের জন্য জনসমক্ষে আসতে চলেছে নতুন সিংহশাবক, যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত পর্যটকরা। পাশাপাশি জঙ্গল সাফারিতে পর্যটকের নিরাপত্তার স্বার্থে গড়ে তোলা হচ্ছে পুলিশ ফাঁড়ি।

— ফাইল ছবি

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

15 July, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

অযোধ্যা পাহাড়ের স্কুল নিয়ে বিরোধীদের মিথ্যাচার বেআব্রু

সঞ্জিত গোস্বামী • পুরুলিয়া

অবশেষে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়েই পড়ল! অযোধ্যা পাহাড়ের জিলিংসেরেং গ্রামে শিক্ষা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসার কঙ্কাল কাবার্ড থেকে বেরিয়ে গেল। এখন গ্রামবাসীদের ক্ষোভের সামাল দিতে পারছেন না রাজনীতির দাবার ঘুঁটি হয়ে যাওয়া মালতী মুর্মু নামে ওই মহিলা!

ঘটনাটা কী? এক ইউটিউবার কাহিনি ভাইরাল করে দাবি করেন, অযোধ্যা হিলটপ থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অরণ্যগ্রাম জিলিংসেরেং-এ কোনও প্রাথমিক স্কুল অবধি নেই। শিশুদের পড়াশোনার জন্য নাকি এগিয়ে এসেছেন গৃহবধূ মালতী মুর্মু। তাঁর চেষ্টায় গড়া হয়েছে এক অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র। যেখানে কচিকাঁচাদের পড়ান মালতী, খাবারও দেন। ভাল উদ্যোগ, তাই দিকে দিকে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।

কিন্তু অচিরেই ধরা পড়ে মালতী ও বক্সা মুর্মু নামে একজনের মিথ্যাচার। জিলিংসেরেং গ্রামে ৫০ বছর আগে স্থাপিত স্কুল আছে। সেখানে প্রাথমিকস্তরের ছাত্রছাত্রীদের মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া সমস্ত সুযোগ-সুবিধা শিশুরা পায়। পড়াশোনায় সমস্যা নেই। অযোধ্যা পাহাড়ে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সক্রিয়। তার একটির কর্ণধার জানিয়েছেন, ২০২০ সালে তাঁরা একটি কোচিং সেন্টার খোলেন। লক্ষ্য ছিল ড্রপআউট বন্ধ করা। তাই শিশুদের

■ ছেলে কোলে পাঠদানরত মালতী মুর্মুর এই ছবিই ভাইরাল হয়েছে।

পড়ানোর পাশাপাশি খাবারও দেওয়া হত। পোশাকও। গ্রামেরই বক্সা নামে এক যুবককে মাসিক আড়াই হাজার টাকা ভাতায় শিক্ষক নিয়োগ করেন। কোচিং সেন্টার নিয়ে মিথ্যাচার শুরু হওয়ায় সরে এসেছেন তাঁরা। স্থানীয় মানুষরা জানিয়েছেন, অযোধ্যা পাহাড়ের বিষয়ে ভুল তথ্য তুলে ধরে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে প্রথম মিথ্যাচারের চিত্রনাট্য সাজিয়েছিলেন এলাকার এক জনপ্রিয় বিরোধী নেতা। মালতী কোচিং সেন্টারের কেউ নন, বাচ্চা কোলে তাঁর পাঠদান শুধু সহানুভূতি কুড়নোর জন্য দেখানো হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল ওঁকে ব্যবহার করে টাকা তোলা! ইতিমধ্যে নাকি অনেকে সাহায্যও দিয়েছেন!

সত্য সামনে আসতেই কোচিং সেন্টারকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি। বক্সার উপর ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান বিধায়ক রাজীবলোচন সরেন বলেন, পাহাড়ে যে উন্নয়ন হয়েছে, বিরোধীরা তারপর কোনও ইস্যু না পেয়ে গল্প ফাঁদছে। তাতে পা দিয়ে ঠকছেন আদিবাসীদের একাংশ।

সালানপুরে শিলান্যাস

যানজট নিয়ন্ত্রণে হচ্ছে নতুন রাস্তা

■ নতুন রাস্তার শিলান্যাসে বিধান উপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, সালানপুর : সালানপুর ব্লকের দেন্দুয়া রেলগেট থেকে শিবদাসপুর রেললাইন পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তাটির ইসিএলের সিএসআর ফান্ড থেকে জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রায় ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯০৭ টাকা ব্যয় করে পেভার্স ব্লকের রাস্তা নির্মাণকাজের শিলান্যাস করলেন বারাবনি বিধায়ক তথা আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। ছিলেন বনজেমারি কয়লাখনির এজেন্ট দীনেশ প্রসাদ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আরমান, সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৈলাসপতি মণ্ডল, সহসভাপতি বিদ্যুৎ মিশ্র প্রমুখ। এদিন ফিতে কেটে নারকেল ফাটিয়ে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন বিধায়ক-মেয়র। তিনি বলেন, ইসিএলের ডাম্পারের জেরে প্রতিনিয়ত দেন্দুয়া অঞ্চলে জ্যাম লেগে থাকত। জ্যাম নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এই রাস্তার নির্মাণ করা হচ্ছে।

তৃণমূল ব্লক সভাপতিকে খুনের হুমকি

সংবাদদাতা, হলদিয়া : রাজ্য জুড়ে বিরোধীরা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছে। শনিবার গভীর রাতে বীরভূমের লাভপুরে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হয়েছেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি পীযূষ ঘোষ। ওই রাতেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটায় স্থানীয় ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পার্থ

সুতাহাটা

বটব্যালকে গুলি করে খুনের হুমকি অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন পার্থ। গত ৬ মে রাতের অন্ধকারে মোটরবাইকে দুই দুষ্কৃতী এসে ওঁকে কটূক্তি এবং খুনের হুমকি দিয়ে যায়। পাত্তা দেননি। শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে ফের দুই দুষ্কৃতী এসে গুলি করে খুনের হুমকি দিয়ে গেল। জেলা পরিষদ সদস্য অভিষেক দাসের উপস্থিতিতে প্রাণহানির আশঙ্কায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পার্থ। দলের জেলা সভাপতি এবং ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকেও জানিয়েছেন।

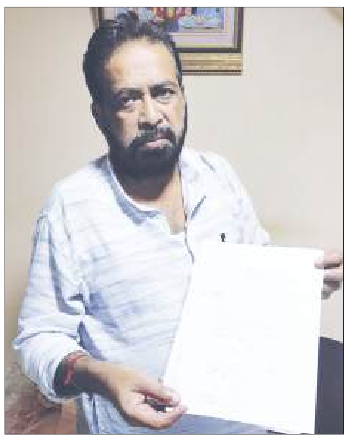

■ অভিযোগপত্র হাতে পার্থ বটব্যাল।

পার্থর দাবি, শনিবার গুয়াবেড়িয়া অঞ্চলে একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে পদযাত্রায় গিয়েছিলেন। কুকুড়াহাটিতে বাবুপুরে সভায় যাওয়ার কথা থাকলেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে তা বাতিল হয়। পরে সন্ধ্যায় চৈতন্যপুর মোড়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে রাত ৯টা ৪৫ নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন। পার্থর বাড়ি চৈতন্যপুর-বালুঘাটা সড়কে বিদ্যুৎ দফতর সংলগ্ন এলাকায়। বাড়ির কাছে পৌঁছতেই আচমকা একটি মোটরবাইকে হেলমেট পরা অবস্থায় দুই দুষ্কৃতী এসে খুনের হুমকি দিয়ে যায়।

পার্থর দাবি, সুতাহাটায় একের পর এক সমবায়ে বিজেপিকে হারিয়ে জয়ী হচ্ছি। একাধিক কর্মসূচিতেও উপচে-পড়া ভিড় হচ্ছে। তাই বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে খুনের রাজনীতি শুরু করেছে। এর পিছনে বিজেপি জড়িত। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন দলের জেলা সভাপতি সুজিত রায়।

গুদামে আগুন

সংবাদদাতা, আসানসোল : সাতসকালে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী মজুত রাখা গুদামে আগুন। সোমবার ভোরে সালানপুর থানার আসানসোল চিত্তরঞ্জন রোডের পাশে আল্লাডি মোড়ে বহুজাতিক সংস্থার গুদামে আগুন লাগে। এলাকাবাসী পুলিশ ও দমকলে খবর দেয়। দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নির্মল গ্রাম গঠনে

■ ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের পেটবিন্ধি পঞ্চায়েতকে মডেল গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ছিলেন গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান শঙ্করপ্রসাদ দে, কর্মাধ্যক্ষ মণিকা চন্দ মাইতি, পঞ্চায়েত সদস্য, ভিআরপি, আইসিডিএস ও আশা কর্মীরা।

শিশুকে ধর্ষণ করার পর ভিডিও ছড়িয়ে ধৃত যুবক

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যাকে একা পেয়ে ধর্ষণ করেছিল যুবক। মাসতিনেক আগের সেই ঘটনার ভিডিও সম্প্রতি অভিযুক্ত ছড়িয়ে দেয় সামাজিক মাধ্যমে। তারপরই বিষয়টি জানতে পেরে থানার দ্বারস্থ হল নির্যাতিতার পরিবার। অভিযোগ পেতেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্তকে। বাঁকুড়ার ইন্দাস থানা এলাকার ঘটনা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আজ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। নির্যাতিতার পরিবার সূত্রে জানা যায়, মাসতিনেক আগে সাড়ে তিন বছরের এক শিশুকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে প্রীতম সাঁতরা নামে বছর ১৯-এর এক যুবক। ওই শিশুর যৌনাঙ্গে আঘাত লাগে। বিষয়টি পরিবারের নজর এড়ায়নি। কিন্তু সেই সময় ওই শিশু ধর্ষণের ঘটনা পরিবারকে না জানানোয় বিষয়টিকে তেমন আমল দেননি পরিবারের লোকজন। সম্প্রতি অভিযুক্ত যুবক যৌন হেনস্থার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে বিষয়টি নির্যাতিতা শিশুর পরিবারের সদস্যদের নজরে আসে। এরপরই তড়িঘড়ি অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে নির্যাতিতা শিশুর পরিবার ইন্দাস থানায় লিখিত অভিযোগ করলে গতকাল রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে আজ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশের পাশাপাশি নির্যাতিতা শিশুটির মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত যুবকের কঠোর থেকে কঠোরতম সাজার দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতার পরিবারের লোকজন।

জরাজীর্ণ সবং থানা ভোলবদলে এখন যেন বাংলো!

মৌসুমি হাইত • সবং

বসার শেড, সবুজ ঘাস, সুইমিং পুলের ঢঙে সাজানো পুকুর, নীল-সাদা থানা ও ব্যারাক, শিশু ও মহিলাদের প্রশিক্ষণের একাধিক দেওয়াল লিখন, দোলনা, ঝাঁ-চকচকে শৌচালয় থেকে ক্যান্টিন— থানায় ঢুকলেই অন্য ছবি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অতি পুরনো থানাই এখন ঝাঁ-চকচকে। সবং থানা দিয়ে শুরু, জেলার প্রত্যেকটি থানা সাজানো হবে জানালেন পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার। জেলার অন্যতম এবং অতি পুরনো থানা সবং। একসময় এখানে পুলিশকর্মীরা চাকরি করতে আসতে চাইতেন না। একরকম জোর করেই পাঠানো হত। ২০২৫-এ সেই থানাতেই পুলিশ কর্মীদের ভিড়। কারণ পুরোপুরি ভোলবদল। একটি মাত্র ভবন, তাও ছিল ভাঙাচোরা। সেই

■ থানার ভিতর শেড, খেলার মাঠ ইত্যাদি।

ছবি এখন অতীত। থানা থেকে ব্যারাক, শৌচালয় থেকে ক্যান্টিন— সব ঝাঁ-চকচকে। জল ধরো জল ভরো প্রকল্পে কাটানো হয়েছে পুকুর। চারিদিকে সবুজ। বসার শেড, দোলনা, বাচ্চাদের জন্য চাইল্ড ওয়েলফেয়ার বিভাগ। রাতে দূর থেকে দেখলে মনে হবে বুঝি বাংলো। ওসি চঞ্চল সিংহের উদ্যোগেই সেজে উঠেছে থানা। পুলিশকর্মীরা খুব খুশি নতুন চেহারার থানা পেয়ে। পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার জানান, খড়্গপুর মহকুমার অন্তর্গত ডেবরা এসডিপিও-র অধীন সবং থানা। বর্তমানে খুবই ব্যস্ত থানা। ওটাকে যেভাবে সাজানো হয়েছে, আগামী দিনে জেলার প্রত্যেকটি থানাকেও সেভাবে সাজানো হবে। সবং দিয়ে শুরু হল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রেললাইনের ধরে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার হল। আসানসোল কোর্ট বাজার সংলগ্ন আসানসোল-আদ্রা রেললাইনের ধার থেকে। ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্তে শুরু করেছে আরপিএফ এবং জিআরপি

আমার বাংলা
15 July, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে যোগ দিতে মুখিয়ে গ্রামবাংলার মানুষ

■ খড়্গাপুর মেটোলের সমস্ত শ্রমিককে নিয়ে এক বিশাল পদযাত্রা হল। সোমবার খড়্গাপুর বাইপাস জাতীয় সড়ক-৬০-এ। উদ্যোগ ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি সনাতন বেরার। সঙ্গে ছিলেন খড়্গাপুর ২ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি তৃষিত মাইতি, সন্তু কোটাল এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব।

■ মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ডাকে মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা অডিটোরিয়াম হলে। বিধায়ক উত্তরা সিংহ হাজরা, মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী মামণি মাণ্ডি, মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূল সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী প্রমুখ ছিলেন।

ঘাটাল এখনও জলের তলায় দুর্ভোগে মানুষ, পাশে প্রশাসন

■ শহরের মধ্যে যাতায়াতে ভরসা সেই নৌকাই।

ঘাটাল পুর এলাকার ১২টি ওয়ার্ড এখনও জলমগ্ন। আড়গোড়া চাতালে রাজ্য সড়ক জলের তলায় রয়েছে। সব জায়গায় যাতায়াতের একমাত্র ভরসা নৌকা বা ডিঙি। শহরের মধ্যেই লোককে নৌকায় যাতায়াত করতে হচ্ছে। এক রোগীকে ডিঙি চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যেতেও দেখা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই গত দু'দিনে বন্যার জলে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক শিশু-সহ তিনজনের। প্রশাসনের

সংবাদদাতা, ঘাটাল : ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে জলাধারগুলি থেকে অবিবেচকের মতো জল ছাড়ায় এবং নতুন করে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় চিন্তা বাড়ছে ঘাটালবাসীর। ঘাটালে এখনও ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন রয়েছে। পক্ষ থেকে খোলা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় মেডিক্যাল ক্যাম্প এবং ত্রাণশিবির। সেখানে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে বিপন্নদের। উঁচু জায়গায় রাস্তার উপর রাখা হয়েছে পানীয় জলের ট্যাঙ্ক। সেখান থেকেই পানীয় জল সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন বন্যাকবলিত মানুষ।

বৃক্ষরোপণ

■ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে অরণ্য সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন হল পশ্চিম মেদিনীপুর পুলিশ লাইন্স-এ। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জুন মালিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা।

খড়্গাপুরে কাশীজোড়া সমবায় জয় তৃণমূলের

■ জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে মিছিলে দীনেন রায়, অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।

সংবাদদাতা, খড়্গাপুর : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গাপুর ১ নম্বর ব্লকের ৬ নম্বর খেলাড় অঞ্চলের কয়েতপুর কাশীজোড়া সমবায় উন্নয়ন লিমিটেডের নির্বাচনে বিজেপি ও বাম অশুভ শক্তি জোটকে হারিয়ে দল নয় সদস্যের নির্বাচনে নয়টিতেই তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছে। এই নিরঙ্কুশ জয় পাওয়ার বিজয় মিছিল সংগঠিত হল এলাকায়। এই বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন খড়্গাপুর গ্রামীণ বিধানসভার বিধায়ক দীনেন রায়। সঙ্গে ছিলেন খড়্গাপুর ১ নম্বর ব্লকের ব্লক তৃণমূল সভাপতি অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নবকুমার দাস, অঞ্চল সভাপতি নারায়ণ পতি, ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি নয়নজ্যোতি শিট ও বিজয়ী প্রার্থীরা।

টাকাপয়সা নয়, দোকান থেকে চুরি সুগন্ধী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : শিবরাম চক্রবর্তী বেঁচে থাকলে নতুন করে লিখতেন 'গন্ধচুরির মামলা'। বাস্তবেও গন্ধ অর্থাৎ সুগন্ধী চুরি গেল। টাকাপয়সা, সোনাদানা বা আসবাবপত্র নয়, চুরি গেল দোকানের সব সুগন্ধী। দুর্গাপুরের চিত্রালয়ের মেলা শেষের রাতেই ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। দ্রুত তদন্তে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। দুর্গাপুরের চিত্রালয়ের রথের মেলায় দিল্লি থেকে এসেছিলেন ওমপ্রকাশ নামের এক পারফিউম বিক্রেতা। তিনি মেলায় একটি দোকান দিয়েছিলেন। দোকানে দেশি-বিদেশি বহু পারফিউম ছিল। রবিবার ছিল শেষদিন। রাতে মেলা শেষ করে ঘুমোচ্ছিলেন। সোমবার সকালে উঠে দেখেন সব পারফিউম উধাও। পাশের একটি চাদরের দোকানেও চুরির চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। মেলা শেষে সব খুইয়ে পারফিউম বিক্রেতার মাথায় হাত পড়ল। ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায়

গোটা মেলা জুড়ে। খবর দেওয়া হয় দুর্গাপুর থানার পুলিশকে। ওমপ্রকাশ নামের ওই পারফিউম বিক্রেতা বলেন, দোকানে প্রায় ৩০ হাজার টাকার পারফিউম ছিল। সব চুরি হয়ে গেল। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছি না। পুলিশকে বিষয়টি জানালাম। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে তদন্তে নেমেছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বেপরোয়া ডাম্পারের ধাক্কায় সাতসকালে মৃত্যু হল এক মাছবিক্রেতার। নাম লাল্টু ধীবর। সাইকেলে চেপে যাচ্ছিলেন এই প্রৌঢ়। বাড়ি বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার লয়ের গ্রামে। প্রতিদিনের মতো আজও বিষ্ণুপুর শহর থেকে সাইকেলে মাছ নিয়ে গ্রামের দিকে যাওয়ার পথে অবন্তিকা গ্রামের কাছে পিছন থেকে একটি ডাম্পার তাঁকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। লাল্টু পাইকারি দরে মাছ কিনে বিক্রি করতে বিষ্ণুপুর সোনামুখী রাস্তা ধরে লয়ের গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা। ধাক্কার অভিঘাতে লাল্টু সাইকেল-সহ রাস্তায় পড়ে গেলে ডাম্পারের চাকায় মাথা পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। আটক হয়েছে ডাম্পারটি।

রাজ্যপাল পদের রাজনীতিকরণ

প্রতিবেদন : রাজ্যের 'সাংবিধানিক প্রধান' পদেরও রাজনীতিকরণ করে ফেলেছে বিজেপি। বিশেষ করে অবিজেপি রাজ্যগুলিতে দলের বর্ষীয়ান নেতাদের রাজ্যপাল করে পাঠানোই যেন কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়ে সেই নিদর্শন রেখেছেন সত্যপাল মালিক, তথাগত রায়ের মতো বিজেপি নেতারা। আবারও রাজ্যপাল পদে বিজেপির প্রাক্তন সদস্য। এবার বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি অসীম ঘোষকে নিযুক্ত করা হল হরিয়ানার রাজ্যপাল হিসেবে। সোমবার রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাঁর নিয়োগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়েছে। আবারও বিজেপি প্রমাণ করে দিয়েছে, অরাজনৈতিক পদ হোক বা সংবিধানিক পদ, সেখানে রাজনৈতিক নেতাদেরই বসানো দস্তুর।

নারীশক্তির উদাহরণ হয়ে একুশের সভায় যোগ দেবেন মহিলারা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এগিয়ে চলেছেন রাজ্যের মহিলারা। নারী ক্ষমতায়নের দিশা দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা ধর্মতলায় ২১-এর সভায় দেখা যাবে তারই ঝলক। জলপাইগুড়ির মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তুতিসভা প্রমাণ করল বাংলাকে বিরোধীমুক্ত করতে এবং কেন্দ্রের কুৎসার জবাব দিতে নারীশক্তির উদাহরণ হয়ে যোগ দেবেন কয়েক হাজার মহিলা। সোমবার সোমবার ময়নাগুড়ি ২ নম্বর ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় ময়নাগুড়ি রোডে অনুষ্ঠিত হয় একটি বিশেষ প্রস্তুতিসভা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ। তিনি বলেন, একুশে জুলাই শুধু একটি তারিখ নয়, এটি শহিদদের আত্মত্যাগের দিন। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আদর্শ নিয়ে লড়াই করে চলেছেন, সেই

■ সভার সূচনায় জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ। ডানদিকে, মহিলাদের উপস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে একুশের সমাবেশে রেকর্ড জমায়েতের।

আদর্শ পৌঁছে দিতে হবে প্রতিটি ঘরে ঘরে। আজকের এই জনসমাগমই প্রমাণ করে, মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। বিশেষত মহিলারা মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্পের সরাসরি উপভোক্তা, তাই তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাদেরকে আরও দৃঢ় করে তোলে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি কৃষ্ণ রায়বর্মন, জেলা পরিষদ সদস্য নুরজাহান বেগম, যুব তৃণমূল জেলা সভাপতি রামমোহন রায়, এবং ময়নাগুড়ি পুরসভার উপ-পুরপিতা মনোজ রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় ঐতিহ্যবাহী রাজবংশী নৃত্যের মাধ্যমে, যা বাংলার সংস্কৃতি ও তৃণমূল কংগ্রেসের শিকড়ে যুক্ত সম্পর্ককে আরও একবার প্রমাণ করে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মহিলা কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের অনেকেই জানান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, দুয়ারে সরকার, স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্প তাঁদের জীবন বদলে দিয়েছে।

ঝড়ে বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দ্রুত ফেরাল দফতর

■ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেন কর্মীরা।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: রবিবার গভীর রাতে ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায় ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলের বহু এলাকা। এছাড়াও জেলার অন্যান্য এলাকায়ও ঝড়ের বেশ কিছুটা প্রভাব পড়ে। জটেশ্বর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেদায়েতনগর গ্রামে বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এলাকা তবে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে এলাকায় দ্রুত বিদ্যুৎ ফেরায় দফতর। এই কাজের প্রশংসা করেছেন এলাকাবাসীরাও। উল্লেখ্য, কুমারগ্রাম ব্লক, ফালাকাটা-সহ আরও নানান জায়গায় ঝড়ে গাছ পড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়। কোথাও কোথাও বিদ্যুতের খুঁটিও ভেঙে পড়ে। যার কারণে গতকাল রাত থেকেই অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে রাতেই ঝড়ের শেষে কাজ শুরু করে দেয় বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা। সোমবার সন্ধ্যের মধ্যেই জেলার প্রায় সব জায়গাতেই বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ারের বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার রিজিওনাল ম্যানেজার পার্থপ্রতিম মণ্ডল জানান, জেলায় যেসব জায়গায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছিল ঝড়ের কারণে, তা আজ সারাদিন কাজ করে পরিষেবা স্বাভাবিক করেছে আমাদের কর্মীরা।

রেলের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী
অভিযোগে সরব খোদ বিজেপি নেতা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: কেন্দ্রের প্রকল্পের কাজে যে নকল সামগ্রী ব্যবহার হয় তা মেনে নিলেন খোদ বিজেপি নেতা! রেলের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার হচ্ছে বলে সরব হলেন বিজেপি কাউন্সিলর। শুধু তাই নয়, কাজ বন্ধ হয়ে গেল রেলের ওই নির্মাণকাজ। ঘটনা উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের। ওই বিজেপি নেতা শুধু কাউন্সিলর নন, তিনি নিজে রেলওয়ে স্টেশনের সিসি কমিটির মেম্বার। সম্প্রতি প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয় কালিয়াগঞ্জে। কাজ চলছে খুবই ধীর গতিতে। এর কারণে বেড়েছে যাতায়াতের সমস্যাও। স্থানীয় মানুষ এনিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন। এরই মধ্যে খোদ বিজেপি নেতা রেলের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন। এই ঘটনায় মুখ পুড়েছে কেন্দ্রের। তবে উত্তর দিনাজপুরের এই ঘটনাই প্রথম নয়, এর আগে মালদহেও ঘটেছে

■ বন্ধ করা হয়েছে প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজ।

একই ঘটনা। এখানেও রেলের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে সরব হয়েছিলেন বিজেপি নেতা। পরপর এমন অভিযোগ উঠে আসায় স্বাভাবিকভাবে চাপে পড়েছে কেন্দ্র।

দিল্লিতে নিপীড়ন: ধরনায় তৃণমূল

(প্রথম পাতার পর)

আজ, মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত চলবে এই অবস্থান বিক্ষোভ। বাংলা বিরোধী বিজেপি রাজধানী দিল্লিতে বসন্তকুঞ্জের জয় হিন্দ কলোনির বাঙালিদের ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে কয়েকদিন আগেই। বাঙালি বাসিন্দাদের কার্যত 'শায়েস্তা' করতে রেখা শর্মার প্রশাসন বন্ধ করেছে জল-বিদ্যুৎ। উচ্ছেদের হুমকিও দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতি রবিবার বাঙালি পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করে তৃণমূল সাংসদদের প্রতিনিধি দল। সরেজমিনে তদন্ত চালান তাঁরা। জয় হিন্দ কলোনির বাঙালিদের সমর্থনে সোমবারই ধরনায় বসেন তৃণমূল সাংসদরা। অবিলম্বে জল, বিদ্যুৎ-সহ সমস্ত পরিষেবা চালু করার জন্য সরব হন তাঁরা। তৃণমূলের এই ধরনামঞ্চের সামনে জয় হিন্দ কলোনির মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি নজর কাড়ার মতো। আজ, মঙ্গলবার এই প্রতিবাদে শামিল হবেন সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনও।

তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, আদালতের রায়ের নামে এই এলাকার অধিবাসীদের উচ্ছেদের ভয় দেখানো হয়েছে। মামলাটি বিচারাধীন। এখনও চূড়ান্ত কোনও রায়দান হয়নি। তার আগেই সরকারি আধিকারিক, কেন্দ্রীয় বাহিনী, দিল্লি পুলিশ এসে এই জয় হিন্দ বাঙালি বস্তির বাসিন্দাদের নিশানা করেছে, এখানকার মানুষের বিদ্যুতের লাইন কেটে দিয়েছে। এঁদের সবাইকে বাংলাদেশি বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। অথচ এঁদের ভারতীয় নাগরিকত্বের যাবতীয় প্রমাণ আছে। আসলে এটা একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। বাংলায় কথা বললেই সেই লোককে বাংলাদেশি বলা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতেও তো বাংলাভাষী আছেন। তিনিও কি তাহলে বাংলাদেশি? সাংসদ দোলা সেন বলেন, ইদানীংকালে বিজেপি-শাসিত রাজ্যের ট্রেন্ড হল বাংলা ভাষায় কথা বলা সাধারণ লোকদের নিশানা করা। দিল্লি, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, অসম— সব ডবল ইঞ্জিনের রাজ্যে এই কাজ করা হচ্ছে। সব বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও এই সব রাজ্যে খেটে খাওয়া বাঙালিদের বাংলাদেশি বলে অভিযুক্ত করে তাদের পদ্মাপারে পাঠানোর চক্রান্ত হচ্ছে। দিল্লির জয় হিন্দ বাঙালি বস্তিতেও একই ঘটনা ঘটছে।

তথ্য দিয়ে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

নীতি আয়োগ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সূচকগুলিতে, বিশেষ করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলার পারফরম্যান্সকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই মর্মে তিনি তুলে ধরেন বাংলার সাফল্যের খতিয়ান। তিনি লেখেন, ২০২২-২৩ সালে রাজ্যের বার্ষিক বেকারত্বের হার ছিল মাত্র ২.২ শতাংশ, যা জাতীয় গড় ৩.২ শতাংশের থেকে ৩০ শতাংশ কম।

এই রিপোর্টে আরও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বাংলার ইতিবাচক অবস্থান তুলে করে তিনি লেখেন, বাংলায় সাক্ষরতার হার (৭৬.৩ শতাংশ) জাতীয় গড়ের (৭৩ শতাংশ) থেকে বেশি। জাতীয় গড়ের তুলনায় দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে স্কুলছুটের হারও অনেক কম এবং পাশের হার বেশি। আয়ুষ্কালও জাতীয় গড়ের থেকে বাংলায় (৭২.৩ বছর) বেশি। পুরুষ-মহিলার অনুপাতও উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল। প্রতি ১০০০ পুরুষের মধ্যে ৯৭৩ জন কন্যার জন্ম—জাতীয় গড়ের ৮৮৯-এর থেকে বেশি বাংলায়। বাংলায় শিশুমৃত্যুর হার প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মের মধ্যে ১৯ জন এবং প্রতি মহিলার মধ্যে ১.৬ শিশু। উভয়ই জাতীয় গড়ের চেয়ে ভাল। জীবনযাত্রার মানেও ধারাবাহিক উন্নতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় গড়ের তুলনায় বাংলায় পানীয় জলের সংযোগ বেশি। বাংলার উন্নয়নকেই প্রতিফলিত করে নীতি আয়োগের রিপোর্টে। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, যাঁরা এই সাফল্য বাস্তবায়নে অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

শহিদ-শ্রদ্ধায় ওমরকে হেনস্তা

(প্রথম পাতার পর)

শুধু আটকানো নয়, রীতিমতো তাঁকে ধাক্কাধাক্কি করা হয়। স্বাধীন ভারতে এ-জিনিস নজিরবিহীন। এর আগে ইতিহাসে যা ঘটেনি, একের পর এক তেমন নজির তুলে ধরছে বিজেপি সরকার! গণতান্ত্রিক দেশের মানুষের বহু অধিকার তো আগেই কেড়ে নিয়েছে বিজেপি সরকার।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্ট নিজে শেয়ার করেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী। দিনকয়েক আগেই কলকাতায় এসে দেখা করে যান মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। সোমবার তাঁর হেনস্তার দিন পাশে থাকার বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আশ্বস্ত ওমরও।

বিদ্বেষ বিজেপি রাজ্যগুলিতে

(প্রথম পাতার পর)

তাহলে আমাদের রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ, যাঁরা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁরা কেন হেনস্থার শিকার হবেন? প্রশাসনিক মহলে মনে করা হচ্ছে, এই ইস্যুতে রাজ্য এবার সর্বাত্মক প্রতিবাদে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা তোয়াক্কা না করেই যোগীরাজ্যে চলছে সেই এনকাউন্টার কালচার। দুর্বৃত্ত দমনে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে এবার গুলি করে মারা হল সঞ্জীব জিভা এবং সার্পশুটার শাহরুখ পাঠানকে। দু'জনেই কুখ্যাত মুখতার গ্যাংয়ের সদস্য বলে জানা গিয়েছে

শূন্যে ডিগবাজি খেল গাড়ি তামিলনাড়ুতে শুটিংয়েই মর্মান্তিক মৃত্যু স্টান্টম্যানের

প্রতিবেদন: মর্মান্তিক! গাড়ি উল্টানোর রোমহর্ষক দৃশ্যের শুট করতে গিয়ে আর বেঁচে ফেরা হল না স্টান্টম্যানের। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় স্টান্টম্যান এস এম রাজু ওরফে মোহনরাজ। পা রঞ্জিতের পরিচালনায় তামিল তারকা আর্যর 'ভেট্টুভম' ছবির দৃশ্যগ্রহণের সময়ই রবিবার রাজুর জীবনে ঘনিয়ে আসে অন্তিম মুহূর্ত। অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল শুটিং। প্রাণ হাতে নিয়েই ক্যামেরার সামনে গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। তুঙ্গে তুলেছিলেন গাড়ির গতি। তারপরের দৃশ্য, শূন্যে উঠে ডিগবাজি। কিন্তু স্টান্ট দিতে গিয়েই ছন্দপতন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে র‍্যাম্প থেকে বেরিয়ে উলটে যায় এসইউভি। কিছুটা শূন্যে উঠে সজোরে আছড়ে পড়ে মাটিতে। দ্রুত তাঁকে গাড়ি থেকে বের করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয় তাঁর। একের পর এক তামিল ছবিতে বছরের পর বছর ধরে দুঃসাহসিক স্টান্ট দেখিয়েছেন রাজু। তাঁর জন্যই সুপার-ডুপার হিটের তকমা জুটেছিল বহু দক্ষিণী ছবির। কিন্তু সেই রাজুর জীবনদীপ এভাবে আচমকাই নিভে যাওয়ায় শোকস্তব্ধ বিনোদন জগৎ।

অসুস্থ প্রধান বিচারপতি গাভাই

প্রতিবেদন: তেলেঙ্গানা সফরে গিয়ে বিপত্তি। সংক্রমণের ফলে দিল্লির হাসপাতালে ভর্তি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনি। সংক্রমণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। অসুস্থতার কারণে সোমবার ও মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের সমস্ত কাজ থেকে অব্যাহতি নিচ্ছেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রধান বিচারপতি চিকিৎসায় ভালভাবে সাড়া দিচ্ছেন এবং আশা করা হচ্ছে যে তিনি এক বা দু'দিনের মধ্যে ছাড়া পেয়ে আবার তিনি দায়িত্ব পালন শুরু করবেন।

তদন্ত কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব দাবি

প্রতিবেদন : এয়ারলাইন্স পাইলট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার তরফে স্পষ্ট দাবি জানানো হল, আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় কেন্দ্রের উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটিতে তাদের যুক্ত করা হোক। পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করুক কমিটি।

বিস্ফোরক অভিযোগ সুপ্রিম কোর্টে, নাতিকে ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি

ভারতীয় স্বামীকে গুপ্তচরবৃত্তিতে নামার জন্য চাপ দিতেন রুশ স্ত্রী

প্রতিবেদন: পুত্রবধূর বিরুদ্ধে রুশ গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে সুপ্রিম কোর্টে সুবিচার প্রার্থনা করলেন অবসরপ্রাপ্ত নৌসেনা অফিসার সমীর বসু। শীর্ষ আদালতের কাছে তাঁর আর্জি, সাড়ে চার বছরের নাতিকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক তাঁর পরিবারের কাছে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক তাঁর নাতিকে নিয়ে আত্মগোপন করে থাকা রুশ পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। অবসরপ্রাপ্ত নৌসেনা অফিসারের বিস্ফোরক অভিযোগ, তাঁর পুত্রবধূ ভিক্টোরিয়া ঝিগালিনা আসলে এক রুশ গুপ্তচরের মেয়ে। তাঁর ছেলে সৈকতকে বিয়ে করেছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগের গোপন খবর জানার মতলবেই। ভারতীয় সেনার গোপন খবর জানার জন্য তাঁর এবং তাঁর ছেলের উপর প্রচণ্ড চাপ দিতেন পুত্রবধূ। সৈকতকে রুশ গুপ্তচর বানাতে চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। তা না করতে পেরেই সৈকতের সন্তানকে গুম করেছেন তিনি।

হুগলি জেলার চন্দননগরের আদি বাসিন্দা সমীর বসুর ছেলে সৈকত কলকাতারই একটি নামী আইটি সংস্থার উচ্চপদে কর্মরত। ২০১৭ সালে তাঁর বিয়ে হয়েছিল রুশ নাগরিক ভিক্টোরিয়া

প্রতীকী ছবি

ঝিগালিনার সঙ্গে। থাকতেন দিল্লিতেই। সৈকত ও ভিক্টোরিয়ার শিশুসন্তানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বিগত কয়েকদিন ধরে, শীর্ষ আদালতে এই অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি বসু পরিবারের অভিযোগ, শিশুসন্তান ও তার মা ভিক্টোরিয়াকে আত্মগোপনে সাহায্য করেছে দিল্লিতে অবস্থিত রুশ দূতাবাস। তাদের সক্রিয় মদতেই প্রাক্তন রুশ গুপ্তচরের মেয়ে ভিক্টোরিয়া শিশুপুত্রকে নিয়ে আত্মগোপন করেছেন।

সোমবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে এই মামলাটি মেনশন করেন আইনজীবী শুভাশিস ভৌমিক। সুপ্রিম কোর্টের তরফে দেওয়া ২২ মে তারিখের রায় লঙ্ঘন করে শিশুসন্তানকে নিয়ে আত্মগোপন করেছেন ভিক্টোরিয়া, সাফ জানান তিনি। আইনজীবীর বক্তব্য, ভিক্টোরিয়া এবং সৈকতের শিশুসন্তানের কাস্টডির মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল সপ্তাহে তিনদিন শিশুটি থাকবে তার মায়ের কাছে, বাকি চারদিন তার বাবা সৈকত বসুর সঙ্গে। এই নির্দেশ অমান্য করে শিশুসন্তানকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন ভিক্টোরিয়া।

একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, বসু পরিবারের সদস্যদের থেকে ভারতীয় সেনা সম্পর্কে গোপন তথ্য চেয়ে বিফল হওয়ার পরেই প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন সৈকত বসুর স্ত্রী, রুশ নাগরিক ভিক্টোরিয়া ঝিগালিনা। শীর্ষ আদালত এদিন মামলাটি গ্রহণ করেছে। দু'-এক দিনের মধ্যেই এই মামলার পূর্ণাঙ্গ শুনানি করা হতে পারে বলে সোমবার দিল্লিতে জানিয়েছেন বসু পরিবারের আইনজীবী শুভাশিস ভৌমিক।

আবেদনকারী প্রাক্তন নৌসেনা অফিসার সমীর বসু ১৯৭১-এর যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য পদকও পেয়েছিলেন। তিনিই এখন ভারতে রুশ কার্যকলাপ নিয়ে রীতিমতো সন্দিহান।

বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি, স্মার্ট মিটারের নামে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে ত্রিপুরার বিজেপি সরকার। এরই প্রতিবাদে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথের বাড়ি সোমবার ঘেরাও করল ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস। সকাল সাড়ে ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ধরনা চলে। ৩৫ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে এডি নগর থানায় নিয়ে যায়। বিকেল ৫টা নাগাদ তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়। আগাগোড়া উপস্থিত যুব সভাপতি শান্তনু সাহা।

গ্রেফতার বালেশ্বর কলেজের অধ্যক্ষ

প্রতিবেদন: জনরোষের চাপে অবশেষে বিজেপি ওড়িশায় বালেশ্বরের ফকির মোহন কলেজের অধ্যক্ষকে সোমবার গ্রেফতার করতে বাধ্য হল পুলিশ। গত শনিবার, অধ্যক্ষের ঘরে এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌনহেনস্থার অভিযোগ জানিয়ে বেরিয়ে এসেই নিজের গায়ে আগুন ধরান এক ছাত্রী। দেহের ৯০ শতাংশই দগ্ধ হয় তাঁর। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি ভুবনেশ্বর এইমসে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে।

উন্নয়নের নামে শুধুই প্রহসন মধ্যপ্রদেশে বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েতে

সৌভিক মহন্ত

মহোরিয়া, মধ্যপ্রদেশ থেকে ফিরে

রিলের পঞ্চায়েত ফুলেরা—বাস্তবের মহোরিয়া। মধ্যপ্রদেশের একটি ছোট গ্রাম, যা এখন দেশের প্রতিটি লোকের কাছেই অত্যন্ত চেনা। কারণ একটাই, পঞ্চায়েত ওয়েব সিরিজ। দুটো গ্রাম সম্পূর্ণ আলাদা হলেও তাদের মিলও কিন্তু প্রচুর। ঠিক যেমন পঞ্চায়েতের শুরু থেকেই গ্রামবাসীদের প্রধানজির বিরুদ্ধে উন্নয়ন না করার অভিযোগ ছিল। এই বাস্তবের মহোরিয়া গ্রামের চিত্রটাও একইরকম। বিজেপি শাসিত মহোরিয়াতেও পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে উন্নয়ন না করারই অভিযোগ। ওয়েব সিরিজে যেমন পঞ্চায়েতের প্রধানকে চালাতেন তাঁর স্বামী। এখানেও প্রধানকে আদতে চালাচ্ছে তাঁর ছেলে ভূপেন্দর ধনগড়ই। খারাপ রাস্তা, বিদ্যুৎ থেকে পানীয় জল। অসন্তোষ গ্রামবাসীদের মধ্যে।

জনপ্রিয়তায় তুঙ্গে পৌঁছনো পঞ্চায়েতের গ্রাম এখন সকলের কাছে ট্যুরিস্ট স্পট। সেই জায়গা দেখতে আমরাও চলে গিয়েছিলাম মধ্যপ্রদেশের শিহোরের মহোরিয়ায়। গিয়ে যা দেখা গেল তা সতিই অবিশ্বাস্য। রিল এবং বাস্তবের অনুন্নয়নের চিত্রটা হুবহু একরকম। কেন্দ্রে যেমন বিজেপির শাসন। তেমনই আবার মধ্যপ্রদেশেও বিজেপির সরকার। বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার মানেই নাকি উন্নয়নের জোয়ার। কিন্তু মহোরিয়া গ্রাম তো সম্পূর্ণ অন্য কথাই বলছে। মহোরিয়া গ্রামে কান পাতলে শুধুই

অভিযোগের সুর শোনা যায়। আর সেই অভিযোগ কার বিরুদ্ধে? বিজেপি-শাসিত পঞ্চায়েত থেকে প্রধানই তাদের কাঠগড়ায়। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় চলাফেরা করা দায়। একটা কিংবা দুটো জায়গা বাদ দিলে সব জায়গাতেই কাঁচা রাস্তা। একটু বৃষ্টি হলেই গ্রামবাসীদের তথৈবচ অবস্থা। সেইসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। রিলের পঞ্চায়েতেও কিন্তু ঠিক এমনটাই ছিল। যখন তখন বিদ্যুৎ সংযোগ চলে যাওয়া। কখন আসবে তার হিসাব নেই। তেমনই রাস্তা সারানো নিয়ে সকলের প্রধানজির কাছে আবেদন করা।

সেখানেও প্রধানজি যেমন শুধুই প্রতিশ্রুতি দিতেন, বাস্তবের মাটিতেও কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই তেমন। বারবার পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে বলা হলেও, গ্রামে কাজ কিছুই হয়নি। গ্রামেরই বাসিন্দা মোহন সিং দরবার বলছিলেন, আমাদের এখানে কোনও কাজ হয়নি। রাস্তা তো একেবারেই খারাপ। বহু কষ্টের মধ্যে দিয়েই চলাফেরা করতে হয়। পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ির দিকের রাস্তাটুকুই শুধু ভালভাবে করা হয়েছে। অর্ধেকের বেশি সময় বিদ্যুৎ থাকে না বললেই চলে। জলের পাইপে জলও পাই না সব সময়। যখন ওদের মনে হয় তখন দেয়। পঞ্চায়েতকে বারবার বললেও কিছুই কাজ হয় না। বারবার প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু কিছুই করে না।

গ্রামেই সোয়াবিনের চাষ করেন গজেন্দ্র সিং চৌহান। তাঁরও গলা থেকেও ঝরে পড়ল একরাশ অভিযোগ। তিনি জানাচ্ছিলেন, আমাদের এখানকার রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। জল হলেই এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাটা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের এই রাস্তা ঠিক হবে না। পঞ্চায়েত এবং প্রধানকে বারবার বলেছি কিন্তু কিছুই কাজ করেনি তারা। পঞ্চায়েত ওয়েব সিরিজ হলেও, সেখানে যে আদতে বাস্তবের মহোরিয়ার অনুন্নয়নের ছবিই ফুটে উঠেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেশ বিদেশ

15 July, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশে জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে দেশব্যাপী পদযাত্রা শুরু করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র মঞ্চের হাতে তৈরি জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি। তাদের মিছিল ও সভায় ভিড় জমাতে হাজির থাকছে জামায়াতে ইসলামি ও তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবির

বিদেশে ভারতীয় কন্যার ফাঁসি রদে ব্যর্থ মোদি সরকার

ইয়েমেনে কেরলের নার্স নিমিশা প্রিয়ার মৃত্যুদণ্ড রুখতে আর কিছুই করার নেই, সুপ্রিম কোর্টে জানিয়ে দিল কেন্দ্র

প্রতিবেদন: বিদেশে ভারতীয় তরুণীর মৃত্যুদণ্ড রুখতে ব্যর্থ কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টকে জানানো হয়, ইয়েমেনে মৃত্যুদণ্ডাদেশের মুখোমুখি কেরলের নার্স নিমিশা প্রিয়াকে (যাঁর মৃত্যুদণ্ড ১৬ জুলাই কার্যকর হওয়ার কথা) বাঁচাতে সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ করা হলেও তা ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানি স্বীকার করে নেন, এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের আর বেশি কিছু করার নেই। তাঁর মন্তব্য, এখন ইয়েমেনের সংবেদনশীলতার দিকে তাকিয়ে আছি আমরা। কূটনৈতিকভাবে স্বীকৃত সব পদক্ষেপ করা হলেও তার সুফল মেলেনি। ভেঙ্কটরামানি বলেন, ভারত সরকার একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত যেতে পারে। আমরা সেই সীমায় পৌঁছেছি। ইয়েমেন বিশ্বের অন্য কোনও অংশের মতো নয়। আমরা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্যে এনে জটিল করতে চাইনি, তাই আমরা ব্যক্তিগত স্তরে চেষ্টা করছি।

এদিন বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং সন্দীপ মেহতার একটি বেঞ্চ 'সেভ নিমিশা প্রিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন কাউন্সিল'-এর একটি আবেদন শুনছিল, যেখানে কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে আলোচনায় সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশ দিতে আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছিল। আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী জানান যে, প্রিয়ার পরিবার এবং সমর্থকরা নিহত ব্যক্তির পরিবারের সাথে 'ব্লাড মানি' (রক্তমূল্য) নিয়ে আলোচনা করছে, যাতে শরিয়া আইন অনুযায়ী তাঁকে ক্ষমা করা যেতে পারে। আইনজীবী আরও বলেন যে প্রিয়ার মা ইয়েমেনে রয়েছেন এবং অ্যাকশন কাউন্সিল শুধুমাত্র কেন্দ্রকে পরিবারের সাথে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ করছে, যখন শরিয়া আইন অনুযায়ী রক্তমূল্যের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে অ্যাটর্নি-জেনারেল উল্লেখ করেন যে 'রক্তমূল্য একটি ব্যক্তিগত আলোচনা'। তিনি যোগ করেন, প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে তা জানার কোনও উপায় নেই। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। তিনি বলেন, সরকার ইয়েমেনের একজন প্রভাবশালী শেখের কাছেও পৌঁছেছে এবং পাবলিক

প্রসিকিউটরকে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার অনুরোধ করেছে, কিন্তু তাতেও খুব বেশি কিছু হচ্ছে না। তিনি বলেন, আমরা অসরকারি সূত্রে জানতে পেয়েছি যে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করা হবে, তবে এটি সত্যিই কার্যকর হবে কি না বা বিশ্বাসযোগ্য কি না তা আমরা জানি না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গোটা বিষয়টিকে সংবেদনশীল আখ্যা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মেহতা বলেন, ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছে তা উদ্বেগের বিষয় এবং সত্যিই যদি তাঁর প্রাণদণ্ড কার্যকর হয় তবে তা হবে খুবই দুঃখজনক। আবেদনকারীর আইনজীবী বলেন যে, অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী সাহায্য করতে পারছেন না কারণ এটি ইয়েমেন। আমরা তাঁকে বাঁচাতে আরও বেশি রক্তমূল্য দিতেও ইচ্ছুক। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, এটি এমন একটি বিষয় নয় যেখানে সরকারকে যা তারা ইতিমধ্যেই করেছে তার বাইরে কিছু করতে বলা যেতে পারে। নিমিশার ফাঁসি রুখতে কেন্দ্রের অপারগতার কথা জানিয়ে ভেঙ্কটরামানি বলেন, সরকারের আর কিছু করার নেই। ইয়েমেন নিয়ে স্পর্শকাতরতার বিষয়টি দেখুন। ইয়েমেনকে কূটনৈতিকভাবে ভারত স্বীকৃতি দেয়নি। সরকারি স্তরে আর কিছু করা সম্ভব নয় বলেও শীর্ষ আদালতকে জানিয়ে দেন তিনি। সোমবার কেন্দ্রের বক্তব্য শুনে সুপ্রিম কোর্ট ১৮ জুলাই পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত করেছে এবং সেই সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার নির্দেশ দিয়েছে।

কেরলের পালাক্কাডের বাসিন্দা নিমিশা প্রিয়াকে ২০১৭ সালে তালাল আবদো মাহদিকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। ইয়েমেন থেকে পালানোর চেষ্টা করার সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২০১৮ সালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। নার্স হওয়ার পর বেশি রোজগারের আশায় নিমিশা প্রিয়া ২০০৮ সালে ইয়েমেনে চলে যান। ২০১১ সালে তিনি কেরলের টমি থমাসকে বিয়ে করেন এবং তাঁর সাথে ইয়েমেনে ফিরে আসেন। তিনি যেমন নার্স হিসাবে কাজ করতেন তেমনি তাঁর স্বামী ইলেকট্রিশিয়ান হিসাবে কাজ করতেন। তবে দু'জনেই নিজেদের ক্লিনিক শুরু করার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু ইয়েমেনি আইন অনুযায়ী, এজন্য তাদের একজন স্থানীয় অংশীদার প্রয়োজন ছিল। এই কারণে কেরলের দম্পতি মাহদির কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। প্রিয়া যেখানে নার্স হিসাবে কাজ করতেন সেই ক্লিনিকের একজন নিয়মিত রোগী ছিলেন মাহদি। এমনকী ২০১৫ সালে নিমিশা প্রিয়ার মেয়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি কেরলেও আসেন। নিমিশা ইয়েমেনে ফিরে আসার পর গৃহযুদ্ধের কারণে তাঁর স্বামী এবং মেয়ে তাঁর সঙ্গে যেতে পারেননি। তাঁরা কেরলেই থেকে যান। ইয়েমেনে মাহদি নিমিশার অসহায় অবস্থার সুযোগ নেন। নতুন ক্লিনিক খোলার পরেও তাঁর আয়ের ভাগ দেননি নিমিশাকে। পাশাপাশি জাল নথি তৈরি করে তাঁকে নিজের স্ত্রী হিসাবে দেখান। নিমিশার পরিবারের অভিযোগ, এরপরই শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের চক্র শুরু হয়। নিমিশা ফিরে আসতে পারেননি কারণ মাহদি তাঁর সমস্ত ভ্রমণ নথি এবং পাসপোর্ট নিয়ে নিয়েছিলেন। ওইসময় তিনি নিমিশাকে কেরলে তাঁর পরিবারের সাথেও কথা বলতেও দেননি। এই অত্যাচারের মধ্যে নিমিশা প্রিয়া তাঁর সহকর্মী নার্স হান্নানের সাহায্যে মাহদিকে ঘুমের ওষুধ দেন তাঁর কাগজপত্র ফেরত পাওয়ার জন্য। কিন্তু ওষুধের অতিরিক্ত মাত্রার কারণে মাহদির মৃত্যু হয়। আতঙ্কিত হয়ে দু'জনে মাহদির দেহ টুকরো টুকরো করে একটি জলের ট্যাঙ্কে ফেলে দেন বলে অভিযোগ। এরপরই নিমিশাকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়।

আমেরিকায় শুরু গণছাঁটাই

প্রথম দফায় চাকরি গেল বিদেশ দফতরের অন্তত ১৩৫০ কর্মীর

প্রতিবেদন: মার্কিন মুলুকে এবারে গণছাঁটাই অভিযান শুরু করল ট্রাম্প প্রশাসন। প্রথম দফাতেই চাকরি গেল আমেরিকার বিদেশ দফতরের ১৩৫০ জনেরও বেশি কর্মীর। তথ্যের দাবি, মার্কিন বিদেশ দফতরের বিভিন্ন পদে কাজ করেন প্রায় ১৮,০০০ কর্মী। এদের মধ্যে ৩০০০ জনের চাকরিতেই কোপ পড়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে জানা গিয়েছে মার্কিন বিদেশ দফতর সূত্রে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে আরও বহু কর্মী খোয়াতে পারেন চাকরি। তার স্পষ্ট ইঙ্গিতও দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শুধুমাত্র সাধারণ কর্মী নন, চাকরিতে কোপ পড়েছে আমেরিকার সিভিল সার্ভিস এবং বিদেশ দফতরের আধিকারিকদেরও। শুধুমাত্র একটি নোটেই চাকরি গিয়েছে তাঁদের। প্রমাণিত হয়েছে মার্কিন মুলুকে সরকারি চাকরিও নিরাপদ নয় মোটেই। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন মহলে দেখা দিয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কেন এই বিপুল পরিমাণে কর্মীছাঁটাই বিদেশ দফতরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দফতরে? এ-বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যাখ্যা অনেকটাই পরস্পরবিরোধী। চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের নোটে দাবি করা হয়েছে, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে এবং বিদেশ দফতরের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমকে সহজতর করতেই এই ব্যাপকহারে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত। সেই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যে সব বিভাগের প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলক কম, সেই বিভাগের কর্মীছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা প্রবল। এদিকে আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো এই ছাঁটাইয়ের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, এর নেপথ্যে প্রশাসনিক খরচ কমানোর কোনও উদ্দেশ্য নেই আদৌ। আসলে আমলাতান্ত্রিক ফাঁস কমাতেই গণছাঁটাইয়ের পথ নিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। লক্ষণীয়, দ্বিতীয়বার আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গুরুদায়িত্ব নেওয়ার পরেই প্রশাসনিক ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাতে অজস্র কর্মী ছাঁটাই করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। কিন্তু বিষয়টা ধাক্কা খায় নিম্ন আদালতে। থমকে দাঁড়ায় গণছাঁটাই প্রক্রিয়া। কিন্তু অতিসম্প্রতি শীর্ষ আদালতে স্বস্তি পেয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট নিম্ন আদালতের নির্দেশ খারিজ করে দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, গণছাঁটাই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে মার্কিন প্রশাসন। গত বৃহস্পতিবারই গণছাঁটাইয়ের কথা ঘোষণা করেন আমেরিকার বিদেশ দফতরের সহ-সচিব মাইকেল জে রিগাস। সেই অনুযায়ী গণছাঁটাই শুরু হয়ে গেল শুক্রবার থেকেই।

মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফেরার পথে শুভাংশুরা

মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরছে অ্যাক্সিয়ম-৪। সোমবারই পৃথিবীর পথে পাড়ি দিয়েছেন শুভাংশু শুক্লা-সহ চার মহাকাশচারী। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে মঙ্গলবার সকালেই পৃথিবী ছোঁবেন তাঁরা। প্রায় ৬৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে পাঠানো হয়েছে ভারতীয় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শুভাংশু শুক্লাকে। মহাকাশচারী রাকেশ শর্মার প্রায় ৪০ বছর পর শুভাংশুর মহাকাশযাত্রা নিয়ে উত্তেজনা ছিল গোটা দেশেই। সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে এবার নির্বিঘ্নে ফেরার পালা। ভারতীয় মহাকাশযান গগনযানে মানুষসহ মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শুভাংশু শুক্লাকে নাসার মাধ্যমে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত তিনি প্রমাণ করেছেন গগনযানে মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সোমবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ পৃথিবীর পথে রওনা দেয় অ্যাক্সিয়ম-৪। মঙ্গলবার ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে অবতরণের কথা শুভাংশু-সহ চারজনের। পৃথিবীতে ফেরার পর প্রায় সাতদিন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ও বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য রিহ্যাবে থাকতে হবে শুভাংশুদের।

ভারতীয় বিজ্ঞানী শুভাংশু শুক্লা মহাকাশে মস্তিষ্ক-কম্পিউটার ইন্টারফেস তৈরি করার জন্য কাজ করছেন। এটা তৈরির মূল লক্ষ্য হল মহাকাশে মানুষের স্নায়ুর কার্যকারিতা বোঝা এবং ভবিষ্যতে মহাকাশচারীদের জন্য আরও উন্নত প্রযুক্তি তৈরি করা

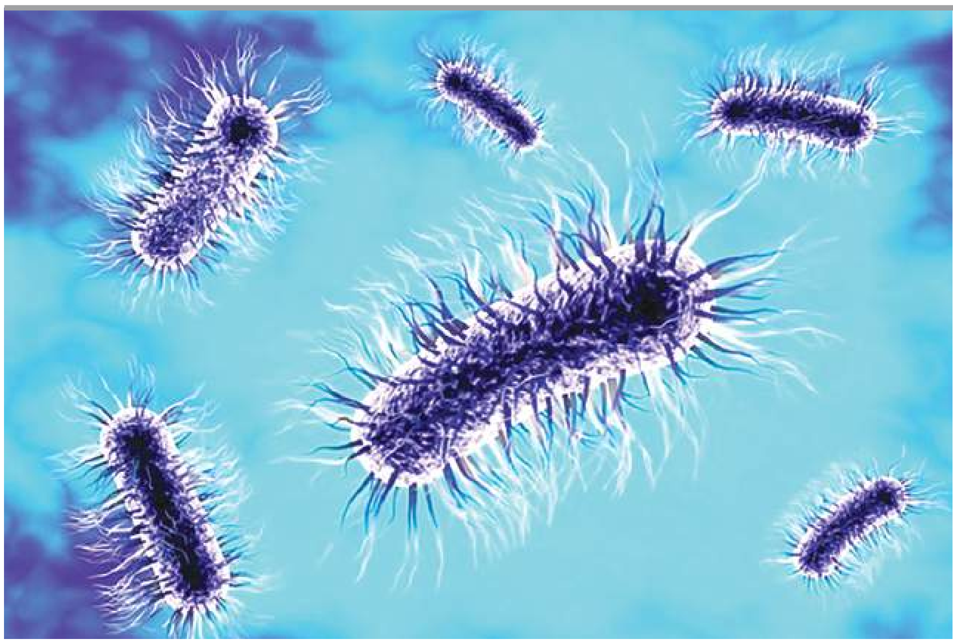

সুপারবাগ

এক নিঃশব্দ হুমকি

বিজ্ঞানীদের অনুমান, আসতে চলেছে আরও এক মহামারী। তবে এবার আর কোনও নতুন ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস নয়, মহামারী সৃষ্টি করতে পারে সুপারবাগ। কী এই সুপারবাগ? কোথা থেকে এর উৎপত্তি? লিখলেন **টিনা মুখোপাধ্যায়**

করোনা অতিমারির ঘা এখনও দগদগে, ইতিমধ্যেই কি পৃথিবী আরও একবার সম্মুখীন হতে চলেছে অপ্রত্যাশিত এক মহামারীর? বিজ্ঞানীদের অনুমান কিন্তু সেরকমই। তবে এবার আর কোনও নতুন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া নয়, মহামারী সৃষ্টি করতে পারে 'সুপারবাগ'। কী এই সুপারবাগ? সুপারবাগ হল এমন এক ধরনের জীবাণু, প্রধানত ব্যাকটেরিয়া, যা একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলেছে। এই সুপারবাগগুলি হল আমাদের চেনা পরিচিত সাধারণ ব্যাক্টেরিয়াগুলি, যাদের ব্যাপারে সেই ছোট থেকেই পাঠ্যপুস্তকে পড়ে আসছি, তবে পার্থক্য এটাই যে, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স অর্জন করার জন্য এরা হয়ে উঠছে অপ্রতিরোধ্য, অনিয়ন্ত্রিত। বাজার চলতি বেশিরভাগ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগই এদের আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, এদের দমন করতে হয়তো আমাদের বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থার নাভিশ্বাস উঠে যেতে পারে। সম্প্রতি 'ল্যানসেট' নামের গবেষণামূলক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে একটি তথ্য, যা বলছে ২০২৫-২০৫০ এর মধ্যে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৪ কোটি মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে শুধুমাত্র সুপারবাগ-এর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স, এবং ২০৫০-এর মধ্যে এই AMR-এর কারণে প্রতি বছর জীবন হারাবে প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষ। চাঞ্চল্যকর তথ্য তো বটেই! কিন্তু প্রশ্ন হল, কী এই সুপারবাগ? কোথা থেকে এর উৎপত্তি?

সুপারবাগ-এর উৎপত্তি কোথা থেকে

অনুমান করা হয় এই সুপারবাগ বা মাল্টিড্রাগ রেজিস্টেন্স ব্যাক্টেরিয়াগুলি প্রায় ৪৫ কোটি বছর আগে থেকে এই পৃথিবীর বুকে বসবাস করছে। এদের উৎপত্তির প্রধান কারণ ব্যাকটেরিয়াল জেনেটিক মিউটেশন। জিনগত পরিবর্তনের কারণে যে ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে মারা যাচ্ছিল, সে এখন তার কোষের ভেতর এমন কিছু পরিবর্তন করে ফেলেছে যাতে অ্যান্টিবায়োটিক তার কোষের ভেতর প্রবেশ করতেই পারছে না, বা প্রবেশ করলেও পাম্পিং প্রক্রিয়া দ্বারা তাকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, কিংবা অ্যান্টিবায়োটিকটিকে কিছু এনজাইম দিয়ে ব্যাক্টেরিয়া নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। এছাড়াও কিছু ব্যাক্টেরিয়ার কোষের মধ্যে থাকে রেজিস্টেন্স প্লাসমিড, যা ব্যাক্টেরিয়াকে করে তোলে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স বা প্রতিরোধী। এই ব্যাক্টেরিয়াগুলি যখন বংশবিস্তার করে, তাদের থেকে সৃষ্ট প্রতিটি ব্যাক্টেরিয়া হয়ে যায় অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স। এইভাবে রেজিস্টেন্স বিস্তার করাকে বলে 'ভার্টিকাল ট্রান্সফার'। আবার নিজেদের জিনগত পুনর্বিন্যাস বা পুনর্গঠন বা রিকম্বিনেশনের জন্য ব্যাক্টেরিয়া নিজেদের জেনেটিক উপাদান সমগোত্রীয় বা ভিন্নগোত্রীয় গোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান করে থাকে, এর নাম হরাইজন্টাল জিন ট্রান্সফার। ব্যাক্টেরিয়ার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই হরাইজন্টাল জিন ট্রান্সফার হল নতুন নতুন সুপারবাগ সৃষ্টির প্রধান কারণ।

কীভাবে ক্রমশ বেড়ে চলেছে এই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্সের গতি

এর জন্য কিন্তু মূলত দায়ী আমরা। ছোটখাটো জ্বর, সর্দি-কাশিতে অ্যান্টিবায়োটিকের অবারিত প্রয়োগ ক্রমশই বাড়িয়ে তুলেছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্সের গতি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই জ্বর-সর্দির মূলে থাকে ভাইরাস, যাদের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক বিশেষ কার্যকর হয় না, কারণ অ্যান্টিবায়োটিক মূলত ব্যাক্টেরিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভাইরাসের জন্য আছে অ্যান্টিভাইরাল, ফাংগাসের জন্য আছে অ্যান্টি ফাংগাল ড্রাগ। এরপর আছে আমাদের 'নিজেদের ডাক্তারি', যা মারাত্মকভাবে এই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স বিস্তার এর জন্য দায়ী। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই, নিজেরাই অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিচ্ছি, বুঝতেও পারছি না, কোন রোগের জন্য কোন অ্যান্টিবায়োটিক কতটা পরিমাণে খেতে হবে! নির্দিষ্ট ডোজের কম ডোজে অ্যান্টিবায়োটিক কিছু সেনসিটিভ ব্যাকটেরিয়া মেরে দিলেও সুপারবাগ-এর টিকিও ছুঁতে পারে না, ফলে বেড়ে চলে এই ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার উত্তরোত্তর বংশবৃদ্ধি। এছাড়াও অযাচিতভাবে বিভিন্ন পোল্ট্রি ফার্মে, মাছ চাষে, গবাদি পশুদের ওপর নির্বিচারে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক, যা প্রতি মুহূর্তে আরও উসকে দিচ্ছে নতুন নতুন সুপারবাগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাকে।

আছে কি কোনও আশার আলো

আশার আলো থাকলেও সে বেশ কিছুটা ম্লান। বিজ্ঞানীরা তো প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অ্যান্টিবায়োটিকের ওপর কাজ করে চলেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অনেকটাই অভাব রয়েছে, কারণ তাদের কাছে গোটা ব্যাপারটাই স্বচ্ছ নয়। 'পেট খারাপ হয়েছে বলে তিনটে নরফ্লক্স খেয়ে নিলাম আর সুস্থ হয়ে গেলাম'—এ ধরনের কথা তো আকছার শুনছি আমরা, কিন্তু ব্যাপারটা যে সুস্থতার চেয়ে অসুস্থতার দিকে গড়িয়ে চলেছে সেই ধারণা সাধারণ মানুষের নেই। সাময়িক পেট খারাপ থেকে মুক্তি পেলেও 'অসম্পূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স' যে তার শরীরে থাকা একটি বা দুটি রেজিস্টেন্ট জীবাণুদের বংশবৃদ্ধির একটা পরিচ্ছন্ন রাস্তা খুঁজে বের করে দিল সেটা অনেকেই বুঝতে অপারগ। ওই তিনটে নরফ্লক্স তো সেই মুহূর্তে সকল নরফ্লক্স-সেনসিটিভ ব্যাক্টেরিয়াগুলিকে ধ্বংস করে ফেলল, কিন্তু শরীরের মধ্যে থাকা অ্যান্টিবায়োটিক-রেজিস্টেন্ট ব্যাক্টেরিয়াগুলি এবার মহানন্দে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকল। কেন? কারণ তাদের প্রতিযোগী নরফ্লক্স-সেনসিটিভ সমস্ত ব্যাক্টেরিয়াগুলি আপাতত মৃত, আর আপনার শরীর হোস্ট বা আশ্রয়দাতা হিসেবে লালনপালন করতে লাগল ওই রেজিস্টেন্ট ব্যাক্টেরিয়াগুলিকে। আর আপনার শরীর অজান্তেই সুপারবাগ-এর ভাণ্ডার উঠল। সেই জন্য, 'নিজের ডাক্তারি' বন্ধ করে শুধুমাত্র চিকিৎসক-এর পরামর্শমতোই অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করা উচিত, কারণ একমাত্র তিনি রোগ নির্ণয় করে সঠিক মাত্রার ওষুধ আপনাকে বলতে পারবেন। সুতরাং সাধারণ মানুষের অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করাটা সর্বোপরি প্রয়োজন।

ব্যবসায়িক স্বার্থে বিভিন্ন স্থানে, যেমন পোল্ট্রি ফার্ম থেকে শুরু করে ফ্রোজেন ফুড পর্যন্ত, খাবারকে সতেজ রাখার জন্য অ্যান্টিবায়োটিকের অযাচিত ব্যবহার অতি সত্বর বন্ধ করা উচিত। এই ব্যাপারে প্রশাসনকে অনেকটাই কড়া হওয়ার প্রয়োজন আছে, প্রয়োজনে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

চিন্তার বিষয় হল, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স এখন আর শুধুমাত্র ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, রেজিস্টেন্স ছড়িয়ে গেছে ভাইরাস ও ছত্রাকদের মধ্যেও। সামনের দিনগুলি সমগ্র চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলির কাছে বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠতে পারে। প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ, জলবায়ুগত পরিবর্তন, মেরুপ্রদেশে দ্রুত বরফগলন ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধির সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে এবং পৃথিবীর সকল জীবানুকুল নিজেদের প্রতিদিন আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলছে।

পরিশেষে একটি কথাই বলা যায়, সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন ক্রমাগত গবেষণা ও আবিষ্কার, অভিনব থেরাপিউটিকস, উন্নত বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জন্য সকল স্তরে কার্যকরী সহযোগিতা, তাহলেই হয়তো অজ্ঞাতসারে আরও এক মহামারীকে পৃথিবীকে দেখতে হয় না।

১৪
১৫ জুলাই
২০২৫
মঙ্গলবার

মাঠে ময়দানে

15 July, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফের ব্যর্থ করুণ নায়ার। অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ডাক পেতে পারেন শ্রেয়স আইয়ার

ম্যাচের শেষে ঝামেলা, পেদ্রোকে চড় পিএসজি কোচের

ক্লাব বিশ্বকাপ জিতল চেলসি

নিউ জার্সি, ১৪ জুলাই : দুরন্ত ফর্মে থাকা পিএসজিকে ৩-০ গোলে চূর্ণ করে ক্লাব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন চেলসি। চলতি মরশুমে ফ্রেঞ্চ কাপ, ফরাসি লিগ এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার পর, পিএসজির সামনে সুযোগ ছিল আরও একটা ট্রফি জয়ের। কিন্তু তা অধরাই রইল।

বরং চমক দিয়ে চলেছেন চেলসির ইতালীয় কোচ এনজো মারেস্কা। চলতি বছরের শুরুতে দায়িত্ব নিয়েই ক্লাবকে কনফারেন্স লিগ জিতিয়েছিলেন। এবার মারেস্কার কোচিংয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ জিতে মরশুম শেষ করল চেলসি। উল্টোদিকে, ম্যাচ শেষ হওয়ার পর, চেলসির ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার জোয়াও পেদ্রোকে চড় মেরে বিতর্কে জড়ালেন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে।

সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকে চার গোলে বিধ্বস্ত করেছিল পিএসজি। ফাইনালেও ফরাসি ক্লাব মাঠে নেমেছিল হট ফেভারিট হিসাবে। কিন্তু জোড়া গোল করে পিএসজির যাবতীয় আশায় জল ঢেলে দেন কোল পামার। ২২ মিনিটেই বিপক্ষ বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের শটে গোল করে চেলসিকে এগিয়ে দেন পামার। এরপর ৩০ মিনিটে ডান প্রান্ত দিয়ে তীব্র গতিতে পিএসজি বক্সে ঢুকে ফের বাঁ পায়ের শটে বল জালে জড়ান।

প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার মিনিট দুয়েক আগে ফের গোল হজম করে বসে পিএসজি। এই গোলের পিছনেও পামারের অবদান রয়েছে। তাঁর ডিফেন্স চেরা পাস থেকে বল পেয়ে গোল করেন পেদ্রো। বিরতির আগেই তিন গোলে পিছিয়ে পড়া পিএসজি দ্বিতীয়ার্ধে গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিল। কিন্তু গোটা তিনেক সুযোগ তৈরি করেও গোল করতে পারেননি উসমান ডেম্বেলেরা। উল্টে ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে, চেলসির মার্ক কুকুরেলাকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন পিএসজির জোয়াও নেভেস।

তখন থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছিল। রেফারি খেলা শেষে বাঁশি বাজাতেই পিএসজির ডাগআউটের সামনে গিয়ে উল্লাস দেখান পেদ্রো। এতেই উত্তেজিত হয়ে চেলসির ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকারকে সপাটে চড় মারেন পিএসজি কোচ এনরিকে। ছুটে আসেন দু'দলের ফুটবলাররা। শুরু হয়ে যায় ধস্তাধস্তি। কোনও রকমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

এদিকে, ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে ভিআইপি বক্সে বসে ম্যাচ উপভোগ করেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফিও তুলে দেন।

এই সেই মুহূর্ত। ক্ষিপ্ত এনরিকের চড় পেদ্রোকে। ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনালে।

কম বয়সে উইকেট
বৈভবের নজির

বেকেনহাম, ১৪ জুলাই : ফের রেকর্ড বইয়ে নাম তুললেন বৈভব সূর্যবংশী। তবে ব্যাট নয়, বল হাতে! যুব টেস্টে ভারতীয়দের মধ্যে সবথেকে কম বয়সে উইকেট দখলের নজির এখন বৈভবের দখলে। অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতীয় দলের হয়ে ইংল্যান্ড সফর করছেন বৈভব। বেকেনহ্যামে অনূর্ধ্ব ১৯ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুব টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে বিপক্ষের হামজা শেখকে আউট করে এই নজির গড়েছেন বাঁ হাতি স্পিনার বৈভব। ১৪ বছর ১০৭ দিন বয়সে এই রেকর্ড গড়েছেন তিনি। এর আগে এই রেকর্ড ছিল মনীষীর। ২০১৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার যুব দলের বিরুদ্ধে তিরুবনন্তপুরমে ১৫ বছর ১১৫ দিন বয়সে তিনি এই নজির গড়েছিলেন।

কাশ্যপের সঙ্গে বিচ্ছেদ সাইনার

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : বিবাহবিচ্ছেদ সাইনা নেহওয়ালের! ২০১৮ সালে আরেক নামী ব্যাডমিন্টন তারকা পারুপাল্লি কাশ্যপের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী সাইনা। তারও তিন বছর আগে থেকে দু'জনে সম্পর্কে ছিলেন। কিন্তু সাত বছরের বিবাহিত জীবনে ইতি টানলেন দুই তারকা শাটলার।

রবিবার গভীর রাতে সাইনা নিজের ইনস্টাগ্রামে বিবাহবিচ্ছেদের খবর জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, মাঝে মাঝে জীবন আমাদের ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। অনেক চিন্তাভাবনার পর, পারুপাল্লি কাশ্যপ ও আমি আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পরস্পরের জন্য আমরা শান্তি, উন্নতি এবং নিরাময়কে বেছে নিয়েছি। যে স্মৃতিগুলো রয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা ছাড়া আর কিছুই চাই না। আমাদের বোঝার জন্য এবং গোপনীয়তাকে সম্মান জানানোর জন্য ধন্যবাদ। প্রসঙ্গত, হায়দরাবাদে পুল্লেলা গোপীচাঁদের অ্যাকাডেমিতে একই সঙ্গে খেলোয়াড় হিসেবে বেড়ে ওঠেন সাইনা ও কাশ্যপ। দু'জনের বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত প্রেম ও বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়েছিল। সাইনা প্রথম ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসেবে ২০১২ সালে অলিম্পিক পদক জিতেছিলেন। একটা সময় তিনি ছিলেন বিশ্বের এক নম্বর মহিলা শাটলার। অন্যদিকে, কাশ্যপ কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছিলেন।

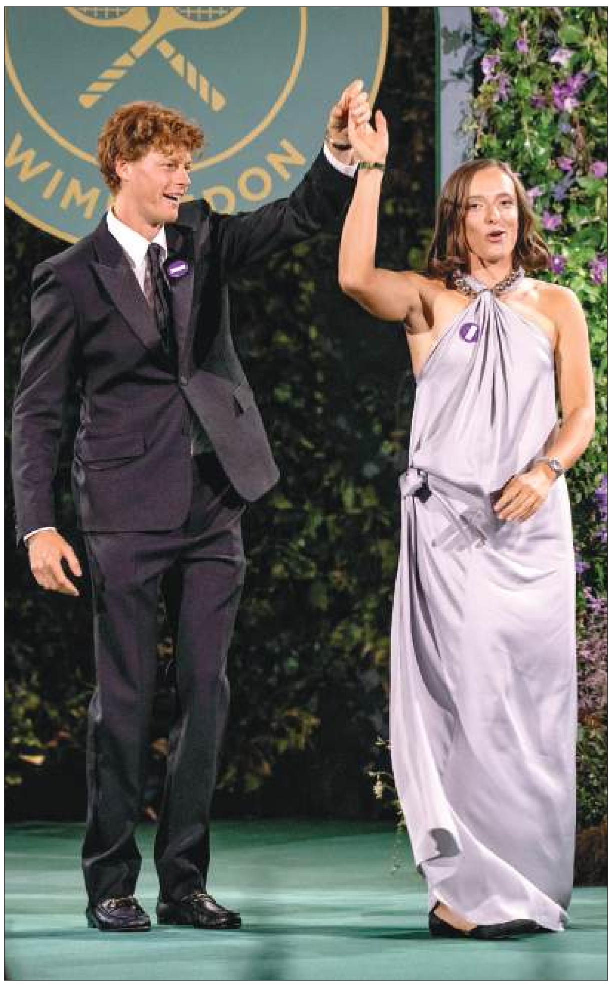

সিনার ও ইগার নাচ। উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নদের জন্য ডিনার অনুষ্ঠানে।

ছোটবেলা থেকেই এই ট্রফিটা জিততে চেয়েছি

ইগার সঙ্গে নাচলেন সিনার

লন্ডন, ১৪ জুলাই : দু'জনের নাচের ছবি পোস্ট করে উইম্বলডনের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে-- 'ড্যান্সিং উইথ দ্য চ্যাম্পিয়ন্স'! জানিক সিনার ও ইগা সুইয়াটেক। সদ্য উইম্বলডনজয়ী দুই টেনিস তারকার সম্মানে রবিবার রাতে ডিনারের আয়োজন করেছিল আয়োজকরা। সেই অনুষ্ঠানে উইম্বলডনের চিরাচরিত প্রথা মেনে এক সঙ্গে নাচলেন দু'জন। কালো রঙের স্যুট পরে অনুষ্ঠানে এসেছিলেন সিনার। অন্যদিকে, মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন ইগার পরনে ছিল ল্যাভেন্ডার গ্রে রঙের গাউন।

নাচ শুরু হওয়ার আগে সিনার পার্টনার ইগাকে রসিকতা করে বলেন, আমি নাচে মোটেই পটু নই। তবে ঠিক আছে, ম্যানেজ করে নেব। তবে দু'জনের নাচ দারুণ উপভোগ করলেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা। নিজের ভাষণে সিনার বলেন, ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতাম উইম্বলডন জেতার। এতদিনে সেই স্বপ্ন সত্যি হল। এই জয়ের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

কার্লোস আলকারেজও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বীকে। স্প্যানিশ তারকার বক্তব্য, সিনারের এই জয়ে আমি এতটুকুও অবাক নই। ও একজন সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন। আমি জানতাম, ফ্রেঞ্চ ওপেনের হার পিছনে ফেলে ও ঠিক ঘুরে দাঁড়াবে। কারণ চ্যাম্পিয়নরা হার থেকেই শিক্ষা নেয়। সিনারের কোচ ড্যারেন কাহিল আবার বলেছেন, আলকারেজের ম্যাচের ভিডিও সিনার খুব মন দিয়ে প্রায়ই দেখে। শুধু দেখে না, শেখেও। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ওর থেকে সেরাটা বের করে আনে। টেনিসের স্বার্থেই চাই, ওদের দ্বৈরথ আরও ১০-১২ বছর ধরে চলুক।

এদিকে, গতকালই উইম্বলডনের লোগো দেওয়া একটি তোয়ালে হাতে ইগার হাসিমুখের ছবি ভাইরাল হয়েছিল। ইগার বক্তব্য, আমি যখনই কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলে বাড়ি ফিরি, সবাই আমার কাছে টুর্নামেন্টের তোয়ালে চায়। আর এই সংখ্যাটা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু মিলিয়ে প্রায় কুড়িজনের কাছাকাছি তো হবেই। তাই আমি উইম্বলডনের তোয়ালেটা ফাইনালের পর নিজের কাছে রেখে দিয়েছি।

সাল রাইজার্স হায়দরাবাদের বোলিং কোচ হলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার বরুণ অ্যারন

এশিয়া কাপ হকি

নিরপেক্ষ ভেনুর দাবি পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : এশিয়া কাপ হকি নিয়ে জট যেন কাটতেই চাইছে না! আগামী ২৭ অগাস্ট রাজগীরে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। চলবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। শুরুতে পাকিস্তান হকি দলকে আদৌ ভারতে আসার ভিসা দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। যদিও টালবাহানার পর, সম্প্রতি সেই অনুমতি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু এবার বেঁকে বসেছে পাকিস্তান। নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দোহাই দিয়ে তারা নিরপেক্ষ ভেনুতে এশিয়া কাপ হকির আয়োজন করার দাবি তুলেছে! পাকিস্তানের যুব উন্নয়ন ও ক্রীড়া দফতরের চেয়ারম্যান রানা মাসুদ জানিয়েছেন, পাক খেলোয়াড়দের যাবতীয় নিরাপত্তা খতিয়ে দেখেই তাঁরা ভারতে দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেবেন। পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের একটি সূত্রের দাবি, এশিয়া কাপ হকি খেলতে ভারতে আসবে না পাকিস্তান। সংস্থার সভাপতি আখতার রসুল আবার চাইছেন, কোনও নিরপেক্ষ ভেনুতে হোক এই টুর্নামেন্ট। তিনি বলেছেন, পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক যেভাবে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, তাতে আমার মতে এশীয় হকি সংস্থার উচিত, কোনও নিরপেক্ষ ভেনুতে টুর্নামেন্টে করা। শেষ পর্যন্ত জল কতদূর গড়ায়, সেটাই দেখার।

সোমবার নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের ক্রীড়া দফতরে সম্প্রতি জর্জিয়ার বাটুমিতে আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১০ বিভাগে দেশের হয়ে সোনাজয়ী সর্বার্থ মানি ও রুপোজয়ী ঐশিক মণ্ডলকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানালেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব রাজেশকুমার সিনহা।

কল্যাণীতে ডার্বি ম্যাচ ১৯ জুলাই

ইস্টবেঙ্গলের সামনে পাঠচক্র

প্রতিবেদন : যাবতীয় জল্পনার অবসান। কলকাতা লিগের ডার্বি হবে কল্যাণী স্টেডিয়ামে। সোমবার আইএফএ জানিয়েছে, আগামী ১৯ জুলাই কল্যাণীতে মুখোমুখি হবে দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। এর আগে কল্যাণীতে আই লিগ-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হয়েছে। তবে প্রথমবার এই মাঠে হবে ডার্বি।

চলতি মরশুমে কলকাতা লিগের প্রায় সব ম্যাচই হয়েছে দুপুরে। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে ডার্বি ফ্লাডলাইটের আলোয় করার। সেক্ষেত্রে ম্যাচ শুরু হতে পারে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। শুরুতে আইএফএ চেয়েছিল ডার্বি বারাসত স্টেডিয়ামে করতে। কিন্তু স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ চলতি মাসে শেষ হবে না। তাই বিকল্প ভেনু হিসেবে কল্যাণী ছিল প্রথম পছন্দ। ইতিমধ্যেই আইএফএ কর্তারা কল্যাণী স্টেডিয়াম পরিদর্শন করে এসেছেন। সব দিক খতিয়ে দেখে তাঁরা সন্তুষ্ট। এদিকে, মঙ্গলবার কলকাতা লিগে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ পাঠচক্র। ৩ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে নিজেদের গ্রুপের সাতে রয়েছে লাল-হলুদ।

শেষ মুহূর্তের গোলে জয়ী ডায়মন্ড হারবার

প্রতিবেদন : কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক ডায়মন্ড হারবার এফসির। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে গোল করে নায়ক পরিবর্ত ফুটবলার হিসাবে মাঠে নামা আকাশ হেমব্রম।

প্রথম ম্যাচে শ্রীভূমির সঙ্গে ড্র করার পর, টানা দু'টি ম্যাচে উয়াড়ি ও ভবানীপুরকে হারিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার। সোমবার এরিয়ানকে ১-০ গোলে হারিয়ে পরপর তিন ম্যাচে পুরো পয়েন্ট ঘরে তুলল কিবু ভিকুনার দল। ফলে ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সের দৌড়ে আরও একটা ধাপ এগোল ডায়মন্ড হারবার।

কলকাতা লিগে দীপাঙ্কর শর্মা কোচের দায়িত্বে থাকলেও, তিনি কিবুর পরামর্শ মেনেই কোচিং করাচ্ছেন। ভবানীপুরের বিরুদ্ধে জবি জাস্টিন, নরহরি শ্রেষ্ঠা-সহ সিনিয়র দলের বেশ কয়েক জনকে খেলালেও, সোমবার রিজার্ভ দলের ফুটবলারদের উপরেই আস্থা রেখেছিল ডায়মন্ড হারবার টিম ম্যানেজমেন্ট। আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় এরিয়ানের বিরুদ্ধে ছিলেন না বিশাল দাস। বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস গ্রাউন্ডে আয়োজিত ম্যাচে শুরু থেকেই খিদিরপুরকে চেপে ধরেছিল ডায়মন্ড হারবার। ৩১ মিনিটে বিপক্ষ বক্সের খুব কাছাকাছি ফ্রি-কিক আদায় করে নিয়েছিল তারা। কিন্তু কাজে লাগাতে

গোলদাতা আকাশকে নিয়ে সতীর্থদের উল্লাস। সোমবার লিগের ম্যাচে।

পারেনি। ৮ মিনিট পরেই শুভজিতের লব অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ম্যাচের ৫১ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন এরিয়ানের মঙ্গল বাগ। ফলে বাকি সময় ১০ জনে খেলতে হয়েছে তাদের। ৯৬ মিনিটে ডায়মন্ড হারবারের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন সুপার সাব আকাশ। পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামা ডায়মন্ড হারবারের আরেক ফুটবলার আকিব নবাবের ক্রস থেকে দারুণ হেডে গোল করে দলকে তিন পয়েন্ট উপহার দেন আকাশ।

এদিকে, প্রিমিয়ার ডিভিশনে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতল ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব। সোমবার ব্যারাকপুরে সাদার্ন সমিতিকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে তারা। লিগের অন্য ম্যাচে খিদিরপুর এসসি ও পিয়ারলেস এসসি ১-১ ড্র করেছে।

চেনা ছন্দে ফিরতে চান সিন্ধু-লক্ষ্য

আজ শুরু জাপান ওপেন

টোকিও, ১৪ জুলাই : বেশ কিছুদিনের বিরতির পর ফের কোর্টে নামছেন পিভি সিন্ধু। মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে জাপান ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ। সিন্ধু ছাড়াও এই টুর্নামেন্টে খেলছেন লক্ষ্য সেন, সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি, চিরাগ শেঠির মতো ভারতীয় তারকারা।

জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী সিন্ধু দীর্ঘদিন হয়ে গেল ছন্দে নেই। লাগাতার ব্যর্থতায় মেয়েদের ক্রমতালিকায় ১৬ নম্বরে নেমে গিয়েছেন। এই বছরে সিন্ধুর সেরা পারফরম্যান্স জানুয়ারিতে ইন্ডিয়া ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা। তবে চারটি টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ড ও তিনটি টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় রাউন্ডেই হেরেছেন। কোচ বদলেও

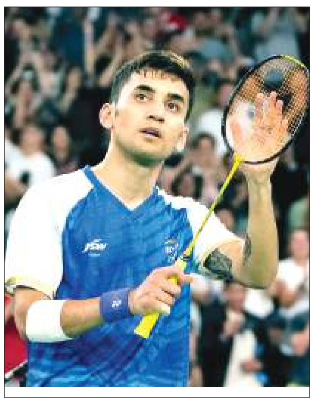

সাফল্যের মুখ দেখেননি। জাপান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়ার সিম য়ু জিন। কোরিয়ান শাটলারের বিরুদ্ধে তিনবার খেলে তিনবারই জিতেছেন সিন্ধু। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডে সিন্ধুর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী তৃতীয় বাছাই আকানে ইয়ামাগুচি।

অন্যদিকে, ছেলেদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে লক্ষ্যর প্রতিপক্ষ চিনা শাটলার ওয়াং ঝেং জিং। পিঠের চোটে কাবু লক্ষ্যও খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। ছেলেদের ক্রমতালিকায় তিনি আপাতত ১৮ নম্বরে। সিন্ধুর মতো লক্ষ্যর কাছেও এই টুর্নামেন্ট ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ।

এদিকে, প্রাক্তন এক নম্বর ডাবলস জুটি সাত্ত্বিক ও চিরাগ চোট সারিয়ে কোর্টে ফেরার পর, তিনটি টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠেছেন। জুনে আয়োজিত ইন্দোনেশিয়া ওপেন ছিল ভারতীয় জুটির শেষ টুর্নামেন্ট। যেখানে তাঁরা কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গিয়েছিলেন। এবার খেতাব জয়ের লক্ষ্য নিয়েই জাপান ওপেনে নামছেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ।

ক্যানসারজয়ী গল কোচিংয়ে ফিরতে চান

আমস্টারডম, ১৪ জুলাই : কর্কট রোগ নিয়েই ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসকে কোচিং করিয়েছিলেন। এরপর গত দু'বছর ধরে ক্যানসারের চিকিৎসা করিয়েছেন। এখন সুস্থ হয়ে কোচিংয়ে ফেরার আশায় লুইস ভ্যান গল। বার্সেলোনা, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, বায়ার্ন মিউনিখের প্রাক্তন ডাচ ম্যানেজার অবশ্য ক্লাব ফুটবলে কোচিং করাতে চান না। কোনও জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে চান।

৭৩ বছরের ডাচ কোচ তিন বছর আগে কাতার বিশ্বকাপের সময় ঘোষণা করেছিলেন, তিনি প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত। তাই বিশ্বকাপের পর তিনি ক্যানসারের চিকিৎসা করাতে চান। এক সাক্ষাৎকারে ভ্যান গল বলেছেন, দু'বছর আগে আমার কয়েকটি অস্ত্রোপচার হয়েছিল। খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে গেল। এখন আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি। কয়েকমাস অন্তর আমার চেক-আপ হয়। এখন সব ঠিকঠাক চলছে। ক্রমশ ফিট হচ্ছি। কোচিংয়ে ফেরার ইচ্ছার কথা জানিয়ে ভ্যান গল বলেন, আশা করি ফুটবলের সর্বোচ্চ স্তরে কোচিং আবার করার সুযোগ পাব। তবে ক্লাব ম্যানেজমেন্টে ফেরার আগ্রহ নেই। আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথম সারির কোনও দেশের জাতীয় দলে কোচিং করানোর প্রলোভন হয়তো ছাড়তে পারব না।

মাঠে ময়দানে
15 July, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নামেই বাজবল। আসলে দম্ভ। ব্রুকের স্কুপ শট দেখে খোঁচা শাস্ত্রী, সঙ্গাকারাদের

ট্রফি মুম্বইয়ের

■ **ডালাস :** টি-২০ ক্রিকেট লিগে সাফল্যের ধারা বজায় রাখল মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজি। সোমবার আমেরিকার মেজর লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নীতা আম্বানির মুম্বই ইন্ডিয়ান্স নিউ ইয়র্ক। উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালে তারা ৫ রানে হারিয়েছে ওয়াশিংটন ফ্রিডমকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮০ রান তুলেছিল মুম্বই। সর্বোচ্চ ৪৬ বলে ৭৭ রান করেন কুইন্টন ডি'কক। এছাড়া অধিনায়ক নিকোলাস পুরান করেন ২১ রান। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রানের বেশি করতে পারেনি ওয়াশিংটন। শেষ ওভারে জেতার জন্য ওয়াশিংটনকে করতে হত ১২ রান। কিন্তু ৬ রানের বেশি তুলতে পারেনি তারা।

সিরাজের শাস্তি

■ **লন্ডন :** ইংল্যান্ডের ওপেনার বেন ডাকেটকে আউট করার পর তাঁকে ধাক্কা মারা ও কটূক্তির জন্য শাস্তি পেলেন মহম্মদ সিরাজ। ভারতীয় পেসারের ম্যাচ ফি-র ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিমেরিট পয়েন্টও পেয়েছেন সিরাজ। গত ২৪ মাসে এটি সিরাজের দ্বিতীয় ডিমেরিট পয়েন্ট। আরও দু'টি ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে একটি টেস্ট নির্বাসিত হবেন তিনি। ম্যাচ রেফারি জানিয়েছেন, সিরাজ আইসিসি-র কোড অফ কন্ডাক্টের ২.৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। এই ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনও বোলার প্রতিপক্ষ ব্যাটারকে আউট করার পর, কটূক্তি বা অতি আগ্রাসী হন, তাহলে শৃঙ্খলাভঙ্গ অপরাধ বলে গণ্য হবে।

বোল্যান্ডের কীর্তি

■ **কিংস্টন :** টেস্ট ক্রিকেটের ১১০ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার স্কট বোল্যান্ড! টেস্টে অন্তত দু'হাজার বল করা বোলারদের মধ্যে সবথেকে কম গড়ের রেকর্ড এখন অস্ট্রেলীয় পেসারের দখলে। ১৯১০ সাল থেকে এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন আরেক অস্ট্রেলীয় বোলার বার্ট আইরনমঙ্গার। পাঁচ বছরের কেরিয়ারে ১৪ টেস্টে ১৭.৯৭ গড়ে তিনি ৭৪ উইকেট নিয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে ৩৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট দখলের পর আইরনমঙ্গারকে টপকে গেলেন বোল্যান্ড। ১৪ টেস্টে ১৭.৩৩ গড়ে তাঁর শিকার ৫৯ উইকেট।

লড়াই জাদেজা-বুমরার, তবু হার

ইংল্যান্ড ৩৮৭ ও ১৯২
ভারত ৩৮৭ ও ১৭০

লন্ডন, ১৪ জুলাই : জাদেজা আর বুমরা যখন মাটি কামড়ে পড়ে আছেন, তখনও কোথায় যেন জয়ের ক্ষীণ আশা ঘিরে রয়েছে। গাব্বা জয়ের সরণি বেয়ে আর একটা অলৌকিক কিছু। না, শেষপর্যন্ত ভারত জেতেনি। জেতার কথাও হয়তো ছিল না। জয়ের সম্ভাবনা তখনই বিনাশ হয়েছিল, যখন ঋষভ আর রাহুল ফিরে যান। তবু শেষলগ্নে বুমরার ৫৪ বলের লড়াই, জাদেজার লড়াকু ইনিংস ছাপ রেখে গেল। দু'জনে মিলে ১৩২ বল কাটিয়ে গেলেন। পার্টনারশিপ ৩৫ রানের। এরপরও কিছু লড়াই বাকি ছিল সিরাজের। কাঁধে বল লাগল। তারপরও লড়ে গেলেন। শুধু শেষরক্ষা হল না বশিরের বল গড়িয়ে বেল ফেলে দেওয়ায়। টিকে থাকার এই সদিচ্ছা যশস্বী, করুণরা দেখাতে পারলে ভারত ২২ রানে হারে না। সিরিজেও ১-২ পিছিয়ে পড়ত না। বলা হয়নি জাদেজা নট আউট থেকে গেলেন ৬১ রানে। খেললেন ১৮১ বল।

সকালের প্রথম ঘণ্টা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা নাসের হুসেন বলে রেখেছিলেন। কিন্তু চড়া সুর ছিল মার্কাস ট্রেসকোথিকের গলায়। ইংল্যান্ডের সহকারী কোচ আগের দিন বলছিলেন, আশা করি এক ঘণ্টায় ভারতের ছ'টা উইকেট তুলে নেব। প্রায় মিলিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দু'ঘণ্টায় চার উইকেট হারিয়ে তুলেছে ৫৪ রান। লাঞ্চে ভারতের স্কোর ছিল ১১২-৮। জাদেজা তখন ১৭ নট আউট। ট্রেসকোথিক চতুর্থ দিনের শেষ এক ঘণ্টার কথা তুলে বলেছেন, ছেলেরা দারুণ খেলেছে। গ্যালারিও আমাদের পাশে ছিল। এতেই সবাই তেতে গিয়েছিল। তিনি না বললেও এটা ঘটনা যে, এই ঝাঁজ নিয়েই পঞ্চম দিন ভারতীয় ইনিংসকে ১৭০ রানে শেষ করেছেন জোফ্রা আর্চার ও বেন স্টোকস। জোফ্রা ও স্টোকসের তিন উইকেট। দুটি উইকেট নেন কার্স।

আগেরদিন শেষ বেলায় ব্রাইডন কার্স যে ধাক্কা দিয়েছিলেন, তারপরও জেতার আশা ছিল ভারতের। কিন্তু পঞ্চম দিন সকালে হুড়মুড়িয়ে অনেকগুলো উইকেট চলে যাওয়ার পর এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে ভারত জিতছে না। সকালে জোফ্রা উইকেট থেকে যে সুবিধা পেলেন, তাতেই ইংল্যান্ডের জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেন। গতির সঙ্গে সুইংয়ের মিশেলে তিনি ভারতীয় ব্যাটারদের নাজেহাল করে দেন।

সিরাজ আউট। উল্লাস ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের। ২২ রানে জিতে সিরিজে ২-১-এ এগিয়ে গেলেন স্টোকসরা। সোমবার লর্ডসে।

৬ উইকেট হাতে নিয়ে ১৩৫ রান দরকার ছিল ভারতের। খেলা যখন শুরু হল তখন পরিস্থিতি পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। কিন্তু জোফ্রা যা ক্ষতি করে দেওয়ার করে যান। সকালে ১৩ রান যোগ হওয়ার পর পঞ্চম উইকেট। ঋষভ টিকেছিলেন ১২ বল। করে গেলেন ৯ রান। এই সিরিজে শুভমনের পর কেউ যদি ইংল্যান্ডকে চিন্তায় ফেলে থাকেন, তিনি ঋষভ। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড তাঁর জন্য লেগ সাইডে সাতজন ফিল্ডার রেখে গায়ে বল করেছিল। এতেই পরিষ্কার যে চোট পাওয়া ঋষভও কত ভয়ঙ্কর স্টোকসদের কাছে।

মুশকিল হচ্ছে যে জোফ্রার বলে দুটো বাউন্ডারি মারার পর ঋষভ তাঁকে উইকেট দিয়ে চলে গেলেন। ডেলিভারির সময় ওয়াইড অ্যাঙ্গেল থেকে সিমের উপর বল এমনভাবে ফেলেন যে, পরে সেটা সোজা হয়ে যায়। ঋষভ যেটা ধরতে পারেননি। তাঁর পাও নড়াচড়া করেনি। এখানে ঋষভের উপর ভরসা রেখেছিল ড্রেসিংরুম। তিনি কিছুক্ষণ উইকেটে টিকে থাকলে রানের গতি আসত। কিন্তু সেটা হয়নি। তবে তার থেকেও বড় ধাক্কা ছিল রাহুলের আউট। রাহুল স্টোকসকে ডিফেন্স করতে গিয়ে এলবি হয়েছেন।

আগেরদিন নট আউট ছিলেন রাহুল। জয়-পরাজয়ের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু রিভিউ নিয়েও রক্ষা পেলেন না। ৫৮ বলে ৩৯ রান। যেভাবে খেলছিলেন তাতে ড্রেসিংরুমকে ভরসা দিতে পেরেছিলেন। তবে আগেরদিন শেষবেলায় যে ছন্দে ছিলেন, এদিন সেটা মনে হয়নি। রাহুল প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন। দল তাঁর কাছে বড় রান চাইছিল। যেটা হয়নি। আর রাহুল আউট হওয়ার পরই এটা ভারতের হার মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

তারপর ওয়াশিংটন সুন্দরের পালা। জোফ্রা নিজের বলে অসাধারণ ক্যাচ ধরে তাঁকে ফিরিয়ে দেন। ওয়াশিংটন ব্যাটের মুখ সামনে করেছিলেন। বল একটু দেরিতে এল। এতে ক্যাচ উঠে আসে জোফ্রার দিকে। ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ক্যাচ নেন জোফ্রা। চোট সারিয়ে চার বছর পর টেস্ট খেলছেন তিনি। শুধু বলের গতি ১৪৭-এ তোলেননি, অ্যাথলিটের মতো মাঠে নড়াচড়া করেছেন। বোঝা গেল ইংল্যান্ড কেন তাঁকে পেতে এত মরিয়া ছিল। অ্যাসেজের আগে জোফ্রার প্রত্যাবর্তন বাড়তি মদত দিচ্ছে ইংল্যান্ডকে।

ডে ফোর থেকেই উইকেট বদলাতে শুরু করে। প্রথম তিনদিন পাটা উইকেট থাকার পর বল এইবার সিম করতে শুরু করেছিল। সোমবার সকালে সেটা আরও সিম সহায়ক হয়ে ওঠে। জোফ্রা শুরু থেকেই বিপজ্জনক হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের জন্য সবথেকে বড় প্রাপ্তি অবশ্য স্টোকসের বল হাতে প্রত্যাবর্তন। লাঞ্চের ঠিক আগে নীতীশকে যে বলে কট বিহাইন্ড করলেন, সেটা সিমারদের জন্য স্বপ্নের বল। স্রেফ ব্যাটের কানা ছুঁয়ে বল চলে যায় সোজা স্মিথের হাতে। ৫৩ বল উইকেটে কাটিয়ে নীতীশ করেছেন ১৩ রান। জাদেজার সঙ্গে জুটিতে যোগ করে যান ৩০ রান। লাঞ্চে ভারত ছিল ১১২-৮। তারপর লড়াই শুরু।

আমরা ঠিক ঘুরে দাঁড়াব : শুভমন

লন্ডন, ১৪ জুলাই : তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। শুভমন গিলের মনে হয়েছিল শেষ দিনে তাঁরা জয়ের রান তুলে ফেলবেন। কিন্তু সেটা হয়নি।

এজন্য আফসোস আছে। আবার শুভমনের এটাও ভাল লাগছে যে, এটাই টেস্ট ক্রিকেট। পঞ্চম দিনের শেষ সেশনেও এমন টানটান খেলা হল। কিন্তু তাঁর কথায়, ইংল্যান্ড চাপ রেখেছিল। ওরা আমাদের থেকে ভাল খেলেছে।

সকালে যখন অল্প রানের মধ্যে চার উইকেট চলে গেল, তখনও কি জয়ের আশা করছিলেন? শুভমন বললেন, অবশ্যই আশা করছিলাম। কারণ আমাদের দলে নিচের দিকে তখনও ব্যাটসম্যান ছিল। প্রত্যাশিতভাবেই ভারত অধিনায়ক লোয়ার অর্ডার ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করলেন। বুমরা-সিরাজ সবাই জাদেজাকে সঙ্গ দিয়েছেন।

লর্ডসে জাদেজার লড়াই। সোমবার।

জাদেজাকে নিয়ে বলতে গিয়ে শুভমন বললেন, আমরা ড্রেসিংরুম থেকে ওর জন্য কোনও নির্দেশ পাঠাইনি। কেন পাঠাব? এত অভিজ্ঞ। এতদিন খেলছে। জানে কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে খেলতে হবে। জাদেজা অসাধারণ খেলেছে।

শুভমন মেনে নিলেন প্রথম ইনিংসে ঋষভের রান আউট খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর কথায়, ওই সময় আমরা ৮০-১০০ রান লিড নেব ভেবেছিলাম। তখনই বুঝতে পারছিলাম যে, ১৫০-২০০ রান তাড়া করতে হবে। তাই ৮০-১০০ রানের লিড থাকলে আমাদের সুবিধা হত। আগের দিন শেষ বেলায় পরপর কয়েকটি উইকেট পড়ে যাওয়ায় চাপ হয়েছিল। শুভমন বলছেন, আমি জানতাম সকালের একঘণ্টাও খুব চাপের হবে। কিন্তু এমন হয়। কিছু করার নেই।

সিরিজ আপাতত ১-২। শুভমন মানছেন না ফিরে আসার আশা নেই বলে। বললেন, এখনও দু'টি টেস্ট বাকি। আমরা ঠিক ঘুরে দাঁড়াব।